সিরাতে মুস্তাকীম

(লা-মাযহাবীদের খণ্ডন)

আল্লামা অধ্যক্ষ আবু বকর সিদ্দিক

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

بسم الله الرحمن الرحيم.

সিরাতে মুস্তাকীম

(লা-মাযহাবীদের খণ্ডন)

রচনায়
শাঈখুল হাদীস, উস্তাযুল আসাতিযা
আল্লামা অধ্যক্ষ আবু বকর সিদ্দিক

সম্পাদনায়
মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

প্রকাশনায়
তৈয়্যেবিয়া রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন সেন্টার (টি.আর.পি.সি.)
মধ্য পাইকপাড়া, মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬। ফোনঃ ০১৯১৩ ০৬৫৮৬৬
E-mail: trpcbd@gmail.com, Website: www.trpcbd.blogspot.com
www.facebook.com/trpcbd

সিরাতে মুস্তাকীম

(লা-মাযহাবীদের খণ্ডন)

রচনায় : শাঈখুল হাদীস, মুফাচ্ছিরে কুরআন, উস্তাযুল আসাতিযা

হযরাতুল আল্লামা অধ্যক্ষ আবু বকর সিদ্দিক

অধ্যক্ষ, আড়াইসিধা কামিল মাদ্‌রাসা, আশুগঞ্জ, বি.বাড়িয়া।
খতীব, শশীদল কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, বি.পাড়া, কুমিল্লা।
সাবেক উপাধ্যক্ষ, আড়াইবাড়ী আলিয়া মাদ্‌রাসা, কসবা, বি.বাড়িয়া।
সাবেক শাঈখুল হাদীস, সৈয়দপুর আলিয়া মাদ্‌রাসা দেবিদ্বার, কুমিল্লা।
সাবেক মুহাদ্দিস, বিশ্ব জাকের মঞ্জিল আলিয়া মাদ্‌রাসা, ফরিদপুর।
সাবেক প্রভাষক, বাগড়া সিনিয়র মাদ্‌রাসা, বি.পাড়া, কুমিল্লা।

সম্পাদনায় : মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান
প্রসিদ্ধ অনুবাদক ও দেশবরেণ্য লেখক, চট্টগ্রাম।

স্বর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশকাল : প্রথম প্রকাশ- নভেম্বর ২০১৩ ঈসায়ী
প্রথম সংস্করণ ও দ্বিতীয় প্রকাশ-মে ২০১৪ ঈসায়ী
তৃতীয় প্রকাশ- ডিসেম্বর ২০১৫ ঈসায়ী
দ্বিতীয় সংস্করণ ও চতুর্থ প্রকাশ- জানুয়ারী ২০১৬ ঈসায়ী

প্রচ্ছদ ডিজাইন : মুহাম্মদ মাহাদী হাসান তুহিন
মোবাইল: ০১৮ ২৫৩৩ ৯৪৯৪

মুদ্রণ : জয়নাব প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজেস্
২০৩/২, ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০২-৭১৯৪৩২০, মোবাইল: ০১৭১১১৭৬৭২৩
E-mail : joynabpress@gmail.com

হাদিয়া : ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা মাত্র।

SIRATH-E MUSTAQEEM (ANSWER TO THE LA-MAZHABIES), WRITTEN BY ALLAMA PRINCIPAL ABU BAKAR SIDDIQUE, EDITED BY MAWLANA MOHAMMAD ABDUL MANNAN, PUBLISHED BY TAYEABIA RESEARCH AND PUBLICATION CENTER. HADIYAH : TK 50/- ONLY

উৎসর্গ

আওলাদে রাসূল আল্লামা সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটী
(রহমাতুল্লাহি আলাইহি)

মুর্শিদে বরহক আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্
(রহমাতুল্লাহি আলাইহি)

মাওলানা উবায়দুর রহমান
(রহমাতুল্লাহি আলাইহি)

মাওলানা সৈয়্যদ আবদুল মান্নান
(রহমাতুল্লাহি আলাইহি)

মাওলানা সিরাজুল ইসলাম মোল্লা
(রহমাতুল্লাহি আলাইহি)

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

সূচিপত্র

লেখকের আরজ ০৫

অভিমত ০৭

মুখবন্ধ ০৮

তারাবীহ নামায বিশ রাক'আত ১১

নামাযে সূরা ফাতিহার পর 'আ-মী-ন' নিম্নস্বরে বলা ২১

আযান ও ইকামাতের ফায়সালা বা সমাধান ২৬

ইমামের পেছনে 'সূরা-ফাতিহা' পড়ার মাস'আলা ২৯

'রফউল ইয়াদাঈন' বা নামাযে বারবার হাত উঠানো ৩৪

মাগরিবের আযানের পর দুই রাক'আত নফল নামায ৩৮

বিতির নামায তিন রাক'আত ৪০

নামাযের পর দো'আ ৪৫

সালাফী না খালাফী? ৫২

আপনারাই ফায়সালা করুন! ৫৩

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

লেখকের আরজ

মহান আল্লাহ পাকের সকল প্রশংসা, যিনি বনি আদম আলাইহিস সালামকে সকল মাখলুকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং অগণিত প্রশংসা সেই মহান সত্তার যিনি তাঁর হাবীব, রহমতে আলম, নূরে মোজাচ্ছাম, নবিউল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমাদের নবী হিসাবে প্রেরণ করেছেন। দূরূদ, ছালাত ও ছালাম সেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর, যার দ্বারপ্রান্তে রোজ হাশরে সকলেই দারস্থ হবো।

পাঠক ভাইয়েরা! বর্তমানে একশ্রেণীর লোক দেখা যায়, যারা সমাজে ফিৎনা সৃষ্টির লক্ষ্যে ধর্মে নতুন নতুন আজগুবি কথা বলে বেড়ায়; যেমন বিতির নামায এক রাক'আত, তারাবীহ নামায আট রাক'আত, নামাযের পর দো'আ নেই, 'আ-মী-ন' জোরে বলতে হবে ইত্যাদি। এহেন ফিৎনার নিরসন বহু আগেই হয়ে গেছে। তা সত্ত্বেও তথাকথিত সালাফীরা মাযহাব বিরোধী নানা তৎপরতা নিয়ে ধর্মে নতুন নতুন নিয়ম পদ্ধতি প্রচারে লিপ্ত। এসব নতুন নতুন বিষয়ের কথা যখন পল্লীতে বসবাসরত কোন মুসলিম ভাই শুনেন তখন মনে হয়, তারা আকাশ থেকে পড়েন। যে সকল মানুষ এ মতবাদ প্রচারে লিপ্ত তারা কথায় কথায় বোখারী শরীফের দলীল দেন, তাদের জ্ঞাতার্থে বলছি, বোখারী শরীফের ভূমিকা অধ্যায়ে এই কথাও উল্লেখ আছে যে, "আমি উক্ত কিতাবে নির্দিষ্ট কিছু হাদীস সংকলন করলাম, এছাড়াও আরো অনেক সহীহ হাদীস রয়েছে"। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, তথাকথিত সালাফীরা হাদীসের কিতাব মানার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র বোখারী শরীফকেই প্রাধান্য দেন, এমন কি ইমাম বোখারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর অন্যান্য হাদীসের কিতাবকেও তারা তেমন গুরুত্ব দেয় না। আমি আলোচ্য কিতাবে সমসাময়িক কিছু অতি প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করে সংক্ষিপ্তভাবে সুধী পাঠক মহলের কাছে পরিবেশন করলাম।

ইতোপূর্বে পাঠকের ব্যাপক চাহিদার কারণে বইটি তিনবার ছাপাতে হয়েছে। বিশেষ করে দ্বিতীয় সংস্করণ ও চতুর্থ প্রকাশ উপলক্ষে

"আপনারাই ফায়সালা করুন" নামে একটি নতুন করে অধ্যায় যুক্ত করলাম।

বিশেষ করে আজকে বেশি যে মানুষটির কথা মনে পড়ছে, তিনি হলেন শহীদে মিল্লাত আল্লাম শাঈখ নুরুল ইসলাম ফারুকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, যিনি এই বই নিয়ে একটি চমৎকার "অভিমত" প্রদান করেছিলেন। যিনি মিডিয়াতে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতাদর্শ প্রচার এবং বদ আকিদা পোষনকারীদের স্বরূপ উম্মোচন করতেন। সঠিক ও বড় হক কথাগুলো বলার কারণে গত ২৭ আগস্ট ২০১৪ ঈসায়ী এশার নামাযের ওয়াক্তে ঢাকার ফার্মগেইটের পূর্ব রাজা বাজারের বাসায় উনাকে ইসলামী নামধারী উগ্রবাদী দলের কিছু সদস্য কারবালার আদলে তথা গলা কেটে তাকে শহীদ করে, যা সুন্নী অঙ্গনে মহা শোকের সৃষ্টি করে। উনার অপরাধ তিনি মিডিয়াতে বিশ রাকআত তারাবীহ এর কথা বলতেন, সালাফী/আহলে হাদীসের মূলনীতি তথা আকিদা তুলে ধরতেন। আল্লাহ উনাকে উচ্চ মাকাম দান করুন আমীন।

আমি শোকরিয়া আদায় করি দেশের প্রসিদ্ধ ও বরেণ্য আলেমেদ্বীন আ'লা হযরতের লিখিত কানযুল ঈমানসহ অসংখ্য কিতাবের অনুবাদক জনাব মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান সাহেবের যিনি ব্যস্ততার মধ্যে বইয়ের পাণ্ডুলিপি দেখে সম্পাদনার গুরুদায়িত্ব পালন করেন। আরো যারা আমাকে সার্বিকভাবে সকল ক্ষেত্রে আন্তরিকতার সাথে "দ্বিতীয় সংস্করণ ও চতুর্থ প্রকাশ" কালে সহযোগিতা করেছেন তাদের ধন্যবাদ যাচ্ছি।

আশাকরি পাঠকের হৃদয়ে সত্য ও সঠিক অবস্থা বোধগম্য হবে। মহান আল্লাহ পাক আমার সামান্য প্রচেষ্টাকে কবুল করুন আমীন, বিহুরমাতি সায়্যিদিল মুরসালীন।

(মুহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিক)

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ, চ্যানেল আই ও মাই টিভির অনুষ্ঠান পরিচালক, আলোড়ন সৃষ্টিকারী ওয়ায়েজ, সুপ্রিমকোর্ট মাজার জামে মসজিদের খতীব, **শাঈখ মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম ফারুকী** রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর

অভিমত

আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা, যিনি মুনাফিকদের সঠিক জওয়াব দেয়ার জন্য হক্কানী আলেমগণকে তাওফিক দিচ্ছেন। দুরূদ ও সালাম নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কদম মুবারকে, যাঁর প্রতিনিধিত্ব করছে হক্কানী রব্বানী ওলামা-ই কেরাম। ইয়াজীদ কর্তৃক ইসলামের যেমন ক্ষতি সাধন হয়েছিল; বর্তমান ওহাবী, সালাফী দ্বারা অনুরূপ ক্ষতি সাধিত হচ্ছে।

আমরা মিডিয়াতে জীবন বাজী রেখে আপ্রাণ কাজ করছি। অপরদিকে উলামায়ে আহলে সুন্নাত মাঠে ময়দানে ওয়াজ নসীহত আঞ্জাম দিচ্ছেন। প্রকাশনা জগতে আমাদের তৎপরতা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। এহেন অবস্থায় বন্ধুবর অধ্যক্ষ মাওলানা আবু বকর সিদ্দিক সাহেবকে মুবারকবাদ জানাই; যিনি সমকালীন কতগুলো জরুরী বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে **'সিরাতে মুস্তাকীম'** তথা লা-মাযহাবীদের খণ্ডন নামে একটি প্রামাণ্য কিতাব রচনা করেছেন। সত্যি এই কিতাবের বড় প্রয়োজন আজকের সমাজে। তিনি কুরআন, সুন্নাহ ও ফিকহী দৃষ্টিকোণ থেকে সঠিক উত্তর প্রদান করার যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন।

আশা করি সুধি পাঠক মহল অত্যন্ত লাভবান হবেন। আল্লাহ তা'আলা রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উসিলায় কিতাবখানা কবুল করুন। আমীন!

(শাঈখ মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম ফারুকী)

(আল্লামা ফারুকী শহীদ হওয়ার পূর্বে ২০১৩ সালের দিকে আমার বইয়ের পাণ্ডুলিপি দেখে খুশি হয়ে সুপ্রিমকোর্ট জামে মসজিদে এক জুমাবার 'অভিমত' লিখিত ভাবে দিয়েছিলেন- লেখক।)

মুখবন্ধ

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম

বিশ্বের মুসলমানদের মধ্যে যাঁদের পবিত্র ক্বোরআন, সুন্নাহ্ তথা ইসলামের চার দলীল থেকে মাস'আলা-মাসাইল বের করার যোগ্যতা রয়েছে তাঁরা হলেন 'মুজতাহিদ'। আর যারা ওই পর্যায়ের নন, তাঁরা হলেন 'মুক্বাল্লিদ' সর্বোচ্চ পর্যায়ের মুজতাহিদ থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেক পর্যায়ের জন্য যেমন তাদের যোগ্যতা অনুসারে ইজতিহাদ করা ওয়াজিদ বা অপরিহার্য, তেমনি মুক্বাল্লিদের উপরও কোনো একজন মুজতাহিদ তথা মাযহাবের ইমাম অনুসরণ (তাক্বলীদ) করাও ওয়াজিব। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন- 'ফাস্আলু-আহলায্ যিক্রি ইন কুন্তুম লা-তালামূ-ন'। (যদি তোমরা না জানো তাহলে আহলে যিক্র তথা ইমামদের জিজ্ঞাসা করো।) সুতরাং ইসলামের প্রকৃত আদর্শ আহলে সুন্নাত-এর বিশেষ স্বীকৃত বিষয় হলো- 'ইজতিহাদ' ও 'তাক্বলীদ'। গোটা বিশ্বে আজ পর্যন্ত হানাফী, শাফে'ঈ, মালেকী ও হাম্বলী চারটা মাযহাবের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। আর বিশ্ব মুসলিমও এর যে কোন একটি মাযহাবের অনুসারী হয়ে আসছেন। ইনশা-আল্লাহ ক্বিয়ামত পর্যন্ত এ অনিন্দ্য সুন্দর ও ফলপ্রসূ নিয়ম অনুসৃত হতে থাকবে।

কিন্তু অতি দুঃখের বিষয় যে, ইতিহাসের ক্রান্তিকাল থেকে এক শ্রেণীর মুসলমান নামধারী লোক 'মাযহাবের অনুসরণ' এর গুরুত্বকে শুধু অস্বীকার করে ক্ষান্ত হয়নি, বরং তারা সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক অনুসৃত মাযহাব হানাফী মাযহাব ও ইমাম-ই আযম আবূ হানীফা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে নানা অপবাদ রচনা করে অপপ্রচারে লিপ্ত হয়ে আসছে, আর মুসলিম সমাজে আরেকটা গোমরাহীর সংযোজন ঘটাচ্ছে। তারা 'লা-মাযহাবী', 'আহলে হাদীস', 'সালাফী' ইত্যাদি নামে নিজেদেরকে পরিচয় দিচ্ছে। তারা কখনো বলছে ইসলামে মাযহাবের প্রয়োজন নেই, কখনো ইমাম বোখারী ও তাঁর সহীহ্ বোখারী শরীফের বিভিন্ন হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে সরলপ্রাণ মুসলমানদের বিভ্রান্ত করেছে, অথচ ইমাম বোখারী ছিলেন হয়তো নিজে একজন মুজতাহিদ বিশেষ, নয়তো ইমাম শাফে'ঈর

মুক্বাল্লিদ। বলাবাহুল্য, তারাবীহর নামাযের রাক'আত সংখ্যা, সূরা ফাতিহার পর আ-মী-ন বলার ধরন, আযান-ইক্বামতের শব্দাবলীর সংখ্যা, ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা পাঠ করা, তাকবীর-ই তাহরীমাহ্ ব্যতীত অন্যান্য তাকবীরগুলোতে হাত উঠানো, মাগরিবের আযানের পর ও ফরজ নামাযের পূর্বক্ষণে নফল পড়া, বিতির নামাযের রাক'আত সংখ্যা ইত্যাদি বিষয়ে মাযহাবের সম্মানিত ইমামগণ নিজ সমাধান দিয়েছেন এবং প্রত্যেক মাযহাবের অনুসারীগণ নিজ নিজ ইমামের সমাধান অনুযায়ী আমল করে আসছেন। এটা শরীয়তের ফায়সালা। সুতরাং হানাফী মাযহাবের অনুসারীগণ (বিশ্বের অর্দ্ধ সংখ্যক মুসলমান) ইমাম-ই আ'যমের সমাধান অনুসারে তারাবীহ্ নামায বিশ রাক'আত পড়েন, সূরা ফাতিহার পর আ-মী-ন নিম্নস্বরে বলেন, আযান ও ইক্বামত প্রচলিত নিয়মানুসারে দিয়ে থাকেন, নামাযে তাকবীর-ই তাহরীমাহ্ ছাড়া অন্য কোন তাকবীর-এ হাত উঠান না, মাগরিবের আযানের পর ফরজ নামাযের পূর্বে নফল নামায পড়ে না, বিতরের নামায তিন রাক'আত পড়েন আর নামাযের পর হাত তুলে দো'আ-মুনাজাত করে থাকেন। অবশ্য অন্যান্য মাযহাবের ইমামগণ ভিন্নভাবে এ সবের সমাধান দিয়েছেন।

বলাবাহুল্য, প্রত্যেক ইমাম আপন আপন সমাধানের পক্ষে পবিত্র ক্বোরআন-সুন্নাহ্ তথা ইসলামের মৌলিক দলিলাদির উদ্ধৃতিও দিয়েছেন। ফিক্বহ শাস্ত্রের ইমামগণ প্রত্যেক ইমামের উপস্থাপিত দলিলাদির বিশ্লেষণও করেছেন। এতে দেখা গেছে যে, হানাফী মাযহাবের দলিলাদিই সর্বাধিক মজবুত ও গ্রহণযোগ্য। এজন্যই গোটা বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, ইমাম আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি তা'য়ালা আলাইহি হলেন 'ইমাম-ই আযম', আর তাঁর প্রবর্তিত মাযহাবই শ্রেষ্ঠতম মাযহাব।

কিন্তু লা-মাযহাবী সম্প্রদায়ের আক্বীদা যেমন আহলে সুন্নাতের সম্পূর্ণ পরিপন্থী, তাই তারা গোমরাহ্ বা ভ্রান্ত, তেমনি তাদের প্রচারণাগুলোও বিভ্রান্তিকর। বিশেষতঃ আমাদের বাংলাদেশে আহলে হাদীস, লা-মাযহাবীদের বিভ্রান্তির ধরণ আজব প্রকৃতির। যেহেতু এদেশের প্রায়সব মুসলমান হানাফী মাযহাবে অনুসারী, সেহেতু তারা হানাফী মাযহাবে উপরিউক্ত বিষয়াদিতে প্রদত্ত সিদ্ধান্তগুলোর বিরোধিতা

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Maqum Billah Sunny)

নানা কৌশলের মাধ্যমে করে আসছে। তারা মূলতঃ বিরোধিতা করে সব মাযহাবেরই, কিন্তু হানাফী মাযহাবের বিরোধিতায় যেসব কথা বলে, সেগুলো অন্য মাযহাবগুলোর যে কোন একটির সাথে মিলে যায়; অথচ তারা তাদের বক্তব্যকে শাফে'ঈ, হাম্বলী, মালেকী মাযহাবের অনুরূপ না বলে হানাফী মাযহাবের বিরুদ্ধে নানা অমূলক সমালোচনা ও অপপ্রচারে মেতে উঠে। এটাও এক প্রকার জঘণ্য খিয়ানত ও প্রতারণা বৈ-কিছুই নয়। সুতরাং এখানে আহলে সুন্নাতের কর্তব্য হচ্ছে- এসব লা-মাযহাবীদের স্বরূপ উন্মোচন করা, তাদের গোমরাহীকে চিহ্নিত করা এবং হানাফী মাযহাবের শ্রেষ্ঠত্ব ও অধিকতর গ্রহণযোগ্যতাকে প্রমাণ করা।

অতি সুখের বিষয় যে, আমাদের সুন্নী ওলামা-মাশাইখ তাদের লেখনি, বক্তব্যে ও আমলের মাধ্যমে এ কর্তব্য সুচারুরূপে সাহসিকতার সাথে পালন করে আসছেন। অতি সাম্প্রতিককালে বিজ্ঞ আলেমে দ্বীন, শাঈখুল হাদীস, মুফাস্‌সির-ই ক্বোরআন, উস্তাযুল আসাতিযাহ্ হযরতুল আল্লামা অধ্যক্ষ আবু বকর সিদ্দিক 'সিরাতে মুস্তাকীম' শিরোনামে একটি পুস্তিকা প্রনয়ণ করেছেন। তাতে তিনি ১০টি এমন অতিগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর প্রামাণ্যভাবে আলোকপাত করার প্রয়াস পেয়েছেন যেগুলো নিয়ে প্রায়শ লা-মাযহাবীরা বিতর্কে লিপ্ত হবার অপপ্রয়াস চালায়। তিনি এসব বিষয়ে তাঁর জ্ঞানগত দক্ষতা প্রমাণ করেছেন, অন্যদিকে ঐসব বিষয়ে আহলে হাদীস নামধারী/ লা-মাযহাবী/সালাফী সম্প্রদায়ের উত্থাপিত খোঁড়া যুক্তি-প্রমাণগুলোর দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়ে হানাফী মাযহাবের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন। আমি পুস্তিকাটার আদ্যোপান্ত দেখেছি। ভাষাগত ও বিন্যাসগত সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করেছি।

পরিশেষে, পুস্তিকাটি যে অত্যন্ত সময়োপোযোগী ও মুসলিম সমাজের জন্য অতি প্রয়োজনীয়, তাতে সন্দেহর অবকাশ নেই। আমি সম্মানিত লেখক, প্রকাশক ও সহযোগীদেরকে এহেন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং পুস্তিকাটার বহুল প্রচার কামনা করছি।

(মাওলানা) মুহাম্মদ আবদুল মান্নান
চট্টগ্রাম।

তারাবীহ নামায বিশ রাক'আত

পাঠক ভাইয়েরা! বর্তমানে ইসলামের নতুন কিছু ধারা নিয়ে বের হয়েছে নব্য সালাফী জামাত, তারা যে সমস্ত বিষয় নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে, তন্মধ্যে অন্যতম হলো তারাবীহ নামায। কুরআন-সুন্নাহর সুষম ফায়সালা সালাতুত তারাবীহ ২০ রাক'আত, তা সত্ত্বেও আহলে হাদীস, লা মাযহাবী ও তথাকথিত সালাফী নামধারী গোষ্ঠীর লোকজন বলে বেড়ান তারাবীহ নামায নাকি আট রাক'আত। তাদের এহেন কথার উত্তর সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

তারাবীহ নামায বিশ রাক'আত সংক্রান্ত দলীলসমূহ

১. হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর আমলে তিনি এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন 'নি'মাতিল বিদ'আতু হাযিহী' অর্থাৎ এটা অতি উত্তম নব আবিস্কৃত নিয়ম। তৎকালে জামাতের সহিত ২০ রাক'আত নামাযের নিয়ম পদ্ধতি চালু হয়, এর উপর ছাহাবায়ে কেরামগণের এজমা (ঐক্যমত্য) হয়েছেন। ইমাম মালেক রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর 'মোয়াত্তা' নামক কিতাবে, হযরত ছায়েব বিন ইয়াজিদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন ঃ

قَالَ كَمَا نَقُوْمُ فِيْ عَهْدِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ بِعِشْرِيْنَ رَكْعَةً (رواه البيهقى باسناد صحيح).

অর্থঃ আমরা হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর যুগে ২০ রাক'আত তারাবীহ নামায পড়তাম। (ইমাম বায়হাকী সহীহ সনদে উক্ত বর্ণনা উল্লেখ করেছেন)।

২. ইবনে সুন্নী রহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত উবায় ইবনে কা'আব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ২০ রাক'আত নামাযের ইমামতি করেছেন।

৩. বায়হাকী শরীফে উল্লেখ আছে ঃ

عَنْ اَبِى الْحَسَنَاتِ اَنَّ عَلِى بْن اَبِىْ طَالِبٍ رَضِىَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ اَمَرَ رَجُلا يُصَلِّىْ بِالنَّاس خَمْسَ تَرْوِيْحَاتٍ عِشْرِيْنَ رَكْعَةَ.

অর্থ ঃ হযরত আবুল হাছানাত রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত হযরত আলী বিন আবু তালেব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দেন যেন তারাবীহ নামায ৫ 'তারবিয়াহ' (বিশ্রামে) তথা (৪ x ৫) ২০ রাক'আত যেন আদায় করে।

৪. ইবনে আবি শায়বা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, ইমাম তিবরানী ও ইমাম বায়হাকী, ইমাম বগভী থেকে বর্ণনা করেন ঃ

عَن ابْن عَبَّاس رَضِىَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ يُصَلِّىْ فِىْ رَمَضَانَ عِشْرِيْنَ رَكْعَةَ.

অর্থ ঃ আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাহে রমজানে ২০ রাক'আত তারাবীহ নামায পড়তেন।

৫. বায়হাকী শরীফে আরো উল্লেখ আছে ঃ

عَن اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمَان السَّلَمِىْ اَنَّ عَلِيًّا رَضِىَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ رَعَى الْقُرَّاءَ فِىْ رَمَضَانَ فَامَرَ رَجُلا يُصَلِّى النَّاسَ عِشْرِيْنَ رَكْعَةَ وَ كَانَ عَلِىٌّ يُوْتِرْ بِهِمْ.

অর্থঃ হযরত আবু আবদুর রহমান ছালামী থেকে বর্ণিত, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রমজান মাসে কারী (তারাবীহ নামাযের ইমাম) গণের প্রতি নজর রাখতেন এবং এক ব্যক্তিকে ২০ রাক'আত পড়ানোর নির্দেশ দেন এবং হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাদের সাথে বিতিরের নামায আদায় করতেন।

৬. জামে তিরমিযী শরীফে 'সাওম অধ্যায়ে' হাদীস উল্লেখ করার পর ইমাম তিরমিযী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন ঃ

اَكْثَرُ اَهْلِ الْعِلْمِ عَلى مَا عَلِىٌّ رَضِىَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ و عُمَرٌ رَضِىَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ وَ غَيْرُ هُمَا مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ

عِشْرِيْنَ رَكْعَةَ. وَ هُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِىْ وَ اِبْنِ الْمُبَارَكِ. وَ قَالَ الشَّافِعِى اَدْرَكْتُ بِلَدَ مَكَّةَ يُصَلُّوْنَ عِشْرِيْنَ رَكْعَةَ.

অর্থ ঃ আহলে এলেমগণ সকলে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যে বর্ণনা করেন, সে মতে একমত পোষণ করেন, যা অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামের আমল ছিল যে, তারাবীহ ২০ রাক'আত আদায় করতেন। উক্ত মতে হযরত ছুফিয়ান ছাওরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ও হযরত ইবনে মোবারক রহমাতুল্লাহি আলাইহি একমত পোষণ করেন। ইমাম শাফেয়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি মক্কায় ২০ রাক'আত তারাবীহ নামায পড়তে দেখেছি।

৭. ফাতহুল মুলহিম শরহে মুসলিম, ২য় খণ্ড, ২৯১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে ঃ

رَوَى مُحَمَّدُ بْن نَصر مِنْ طَرِيْق عَطاءٍ قَالَ اَدْرَكْتُهُمْ يُصَلُّوْنَ عِشْرِيْنَ رَكْعَةَ وَ ثَلاثُ رَكْعَاتِ الْوِتْرَ.

অর্থঃ মুহাম্মাদ বিন নছর রহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত আতা রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর সনদে বর্ণনা করেন যে, আমি ছাহাবায়ে কেরামগণকে ২০ রাক'আত তারাবীহ নামায এবং বিতিরের নামায ৩ রাক'আত পড়তে দেখতে পেয়েছি।

৮. উমদাতু কারী শরহে বোখারী, ৫ম খণ্ড, ৩০৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে ঃ

وَ رَوَى الْحَارِثُ بْن عَبْدِ الرَّحْمَان بْن اَبِىْ رُبَابٍ عَنْ سَائِبِ بْن يَزِيْدٍ قَالَ كَانَ الْقِيَامُ عَلى عَهْدِ عُمَرٍ رَضِىَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ ثَلاثُ وَ عِشْرِيْنَ رَكْعَةَ. قَالَ عَبْدُ اللهِ هذَا مَحْمُوْلٌ عَلى اَنَّ الْوِتْرَ الثَّلاثُ.

অর্থ ঃ হযরত হারেছ বিন আবদুর রহমান বিন আবু রুবাব রহমাতুল্লাহি আলাইহি, হযরত ছায়েব বিন ইয়াজিদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর জামানায় ২৩ রাক'আত নামায মাহে রমজানে পড়া হতো। হযরত আবদুল্লাহ বলেন, তন্মধ্যে ৩ রাক'আত বিতিরের নামায ছিল।

৯. উমদাতুল কারী গ্রন্থে আরো উল্লেখ আছে ঃ

كَانَ عَبْدُ اللهِ بْن مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ يُصَلِّىْ بِنَا فِىْ شَهْرِ رَمَضَانَ. قَالَ الاعْمَشُ كَانَ يُصَلِّىْ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً.

অর্থঃ হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আমাদেরকে নামায পড়াতেন মাহে রমজানে, হযরত আমাশ রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, তিনি ২০ রাক'আত নামায পড়াতেন।

১০. উমদাতুল কারী, ৫ম খণ্ড, ৩৫৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে ঃ

قَالَ اِبْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَ هُوَ قَوْلُ جَمْهُوْرِ الصَّحَابَةِ وَ الْعُلَمَاءِ وَ بِه قَالَ الثَّوْرِيُّوْنَ وَ الشَّافِعِىُّ وَ اَكْثَرُ الْفُقَهَاءُ وَ هُوَ الصَّحِيْحُ مِنْ كَعْبٍ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ مِنَ الصَّحَابَةِ.

অর্থ ঃ ইবনে আবদুল বার রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, তারাবীহ নামায ২০ রাক'আত এটাই জমহুর ছাহাবায়ে কেরাম ও উলামায়ে কেরামের মত। এমনই বলেছেন আহলে কুফাগণ ও ইমাম শাফেয়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং অধিকাংশ ফোকাহায়ে কেরাম। এটাই হযরত ওবাই বিন কা'আব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে সহীহ বর্ণনা, এতে সাহাবায়ে কেরামের কারো দ্বিমত ছিল না।

১১. মোল্লা আলী কারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি শরহে নেকায়ায় বলেনঃ

فَصَارَ جَمَاعًا لِمَا رَوَى الْبَيْهَقِىْ بِاِسْنَادٍ صَحِيْحٍ اَنَّهُمْ كَانُوْ يُصَلُّوْنَ عَلى عَهْدِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً وَ عَلى عَهْدِ عُثْمَانَ رَضِىَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ وَ عَلِىٍّ رَضِىَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ.

অর্থ ঃ উক্ত মাস'আলার উপর এজমা (ঐক্যমত্য) হয়েছে যে, তারাবীহ নামায ২০ রাক'আত। কেননা ইমাম বাইহাকী সহীহ সনদে বর্ণনা করেন যে, সাহাবায়ে কেরাম হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর জমানায় ২০ রাক'আত তারাবীহ পড়তেন এবং হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর যুগেও ২০ রাক'আত তারাবীহ পড়া হতো।

১২. আল্লামা আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তার 'মাজমুআয়ে ফাতাওয়া' গ্রন্থে ১ম খণ্ড, ১৮২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন যে, আল্লামা ইবনে হাজার মক্কী হাইতামী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর বর্ণনায় দেখা যায় ঃ

اِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ عَلى اَنَّ التَّرَاوِيْحَ عِشْرُوْنَ رَكْعَةً.

অর্থ ঃ সাহাবায়ে কেরামগণ ২০ রাক'আত তারাবীহ নামাযের বিষয়ে ঐক্যমত্য হয়েছেন।

বর্ণিত প্রমাণাদী দ্বারা এটা স্পষ্ট যে, তারাবীহ নামায ২০ রাক'আত, তাতে বিন্দু মাত্র সন্দেহ নাই। যারা নব্য সালাফী জামাত হিসাবে আবির্ভূত হয়ে ৮ রাক'আত তারাবীহ পড়েন এটা তাদের ইচ্ছামতই পড়ছেন। কোথাও ৮ রাকা'আতের কথা নেই। তাদের কথা সত্য নয়; তারা সমাজে ফেতনা সৃষ্টি ছাড়া আর কিছুই করতে পারবে না। সকল ইমামের সেরা ইমাম হযরত আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি 'তাবেয়ী' ছিলেন; সকল ইমামগণ তাঁর পরিবার (অনুগামী) বলে নিজেকে ধন্য মনে করতেন; তিনিও ২০ রাকা'আতের পক্ষে মত দিয়েছেন।

যারা তারাবীহ নামায আট রাক'আত মনে করেন, তাদেরকে যদি প্রশ্ন করি যে, বোখারী শরীফে দু-চারটা হাদীস নিয়ে পাগল হয়ে গেলেন; ঐ হাদীসগুলো কি ইমাম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি ও অন্যান্য ইমামগণ জানতেন না? তাঁরা কি আট রাকা'আতের হাদীসখানি দেখেননি? তাঁরা দু-চারটা নয় বরং শতশত হাদীসের সমন্বয়ে একটি মাস'আলা বের করতেন, যা ছিল নির্ভুল। কাজেই যারা দু-একটি হাদীস নিয়েই বলেন যে, পেয়েছি, পেয়েছি; তারা মূলত জাহেল ও অজ্ঞ। বস্তুতঃ আট রাকা'আতের বর্ণনা সম্বলিত হাদীস ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে। ব্যাখ্যাটাও এখানে প্রদান করা হলো।

আট রাক'আত তারাবীহ এর পক্ষে উপস্থাপিত হাদীসটির সঠিক ব্যাখ্যা

• মিশকাত শরীফে 'কিয়ামে রমজান অধ্যায়ে' এবং 'মোয়াত্তা-এ মালেক' এ উল্লেখ আছে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু উবাই

ইবনে কা'আব এবং তামিম দারী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কে হুকুম প্রদান করেন যেন মানুষ ১১ রাক'আত নামায পড়ে। আট রাক'আত তারাবীহ এবং ৩ রাক'আত বিতির।

হাদীসটির ব্যাখ্যাঃ

১. উক্ত হাদিসটি মুজতারাব (দ্বিধাযুক্ত), অনুরূপ হাদীস দিয়ে দলীল দেয়া বৈধ নয়। কেননা এই হাদীসের রাবী 'মুহাম্মাদ বিন ইউছুফ' মুয়াত্তায় এগার রাকা'আতের বর্ণনা করেন এবং মুহাম্মাদ বিন নছর মারুজী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এই 'মুহাম্মাদ বিন ইউছুফ' হতে মুহাম্মাদ বিন ইসহাকের সনদে ১৩ রাকা'আতের বর্ণনা দেখা যায়। মুহাদ্দিস আবদুর রাজ্জাকও এই 'মুহাম্মাদ বিন ইউছুফ' থেকে অন্য সনদে ২১ রাকা'আতের বর্ণনা করেন। ফতহুল বারী শরহে বোখারীতে বিস্তারিত আছে। একই রাবীর বর্ণনায় ৮, ১১, ১৩ ও ২১ রাকা'আতের মতভেদ দেখা যায়; একে এজতেরাব (সংশয়যুক্ত) বলা হয়। অনুরূপ বণর্নাকারীর হাদীস দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়।

২. যারা এ হাদীস দ্বারা তারাবীহ আট রাক'আত সাবেত করার চেষ্টা করেন; তারাই উক্ত হাদীসের শেষাংশ স্বীকার করেন না, যাতে বলা হয়েছে বিতির ৩ রাক'আত, অথচ তারা বিতির এক রাক'আত পড়েন। তা হলে তো তারাবীহ হবে তাদের মতে (১১-১) ১০ রাক'আত, তারা কিভাবে ৮ রাক'আত ছাবেত (প্রমাণ) করেন? অন্য দিকে সহীহ হাদীস দ্বারাও বিতির ৩ রাক'আত স্বীকৃত। তারা হাদীসের একাংশের পক্ষে এবং অন্য অংশের বিপক্ষে। তাই বর্ণিত হাদীস দিয়ে তাদের দলীল দেয়া মারাত্মক ভুল বলে প্রতীয়মান হয়।

তাই বিশ রাক'আত আমল করলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাত ও হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর সুন্নাতসহ আমলে আনা যায়। তা কতই না উত্তম। কেননা হারাম শরীফেও ২০ রাক'আত তারাবীহ পড়া হয়। যারা আট রাক'আত বলে বেড়ান তারা ফেৎনা সৃষ্টিকারী। তাদের থেকে অনেক অনেক দূরে থাকুন।

• বোখারী শরীফে আছে, আবু ছালমা রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা কে প্রশ্ন করে ছিলেন যে নবী করীম

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাহে রমজানে কত রাক'আত নামায পড়তেন, তিনি উত্তরে বলেনঃ

مَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ يَزِيْدُ رَمَضَانَ وَ فِيْ غَيْرِه اِحْدٰى عَشْرَ رَكْعَاتٍ.

অর্থ ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাহে রমজানে এবং তার বাইরে ১১ রাকা'আতের অধিক পড়তেন না।

হাদীসটির ব্যাখ্যাঃ

১. এই হাদীসটি বোখারী শরীফে 'তাহাজ্জুদ' অধ্যায়ে উল্লেখ আছে। বুঝা গেল তাহাজ্জুদ নামায ৮ রাক'আত ও বিতির ৩ রাক'আত। এই বর্ণনায় নামাযের দ্বারা তাহাজ্জুদ নামায বুঝানো হয়েছে। তারাবীহ নয়, কেননা হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বর্ণনা করেন, রমযানে ও অন্য সময়ে (রমযানের বাইরে) আট রাক'আত হতে বেশী নামায পড়তেন না, এর দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে তা সর্বদা পড়তেন, এটি তারাবীহ নয়; বরং আট রাক'আত তাহাজ্জুদ।

২. তিরমিযী শরীফে একে সালাতুল লাইল বা রাতের নামায বলা হয়েছে, তারাবীহ নয়। আট রাক'আত তাদের মন গড়া আমল।

৩. তিরমিযী শরীফের বর্ণনা মতে দেখা যায়, মক্কাবাসীগণ তারাবীহ ২০ রাকা'আতের উপর একমত হন। মদীনা ওয়ালাগণ মোট ৪১ রাক'আত পড়ে থাকেন। মক্কা মদীনায় কেহ আট রাক'আত পড়েন না।

তাহলে, মক্কা ও মদীনাবাসীগণ কি বিদ'আতী ও ফাসেক ? (নাউযুবিল্লাহ); সাহাবাগণ কী বিদ'আতী ছিলেন ? (নাউযুবিল্লাহ)। তাই অল্প বিদ্যা নিয়ে সবকিছুকে বিদ'আত বিদ'আত, শিরক শিরক ইত্যাদি বলা থেকে নিজের জবানকে হেফাজত করুন।

বর্ণিত দালায়েল ও জবাব দ্বারা ইহাই প্রতীয়মান হলো যে, তারাবীহ নামায ২০ রাক'আত। আট রাক'আত তারাবীহ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পড়েন নাই; কোন সাহাবী, তাবেয়ী ও কোন ইমামগণ পড়েন নাই। মাযহাবে হানাফী ও চার মাযহাবের ইমামগণের মত অনুযায়ী তারাবীহ ২০ রাক'আত।

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

সুন্নাতে হাসানাহ (নতুন পদ্ধতি) এর স্বীকৃতি ও ফযীলত

হাদীস শরীফে আছে ঃ

مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَه اَجْرُهَا وَ اَجْرُ مَا عَمِلَ بِهَا.

অর্থ ঃ যে কোন উত্তম প্রথা প্রবর্তন করলো, সে তার সওয়াব (বিনিময়) পাবে এবং তাতে যারা যত আমল করবে তার সওয়াব (বিনিময়)ও পাবে। (বোখারী ও মুসলিম)

২০ রাকা'আত তারাবীহ নামায সুন্নাতে হাসানাহ ঃ

১. ২০ রাকা'আত তারাবীহ নামায সুন্নাতে খোলাফায়ে রাশেদীন।
২. ২০ রাকা'আত তারাবীহ নামায সুন্নাতে আহলে বাইত।
৩. ২০ রাকা'আত তারাবীহ নামায সুন্নাতে আশারায়ে মুবাশ্‌শারাহ।
৪. ২০ রাকা'আত তারাবীহ নামায সুন্নাতে উম্মাহাতুল মুমিনীন।
৫. ২০ রাকা'আত তারাবীহ নামায সুন্নাতে আনসার ও মুহাজিরীন।
৬. ২০ রাকা'আত তারাবীহ নামায সুন্নাতে সাহাবায়ে কিরাম আজমাঈন।
৭. ২০ রাকা'আত তারাবীহ নামায সুন্নাতে তাবিয়ীন।
৮. ২০ রাকা'আত তারাবীহ নামায সুন্নাতে তাবে-তাবিয়ীন।
৯. ২০ রাকা'আত তারাবীহ নামায সুন্নাতে সালফে সালিহীন।
১০. ২০ রাকা'আত তারাবীহ নামায সুন্নাতে আইম্মায়ে মুজতাহিদীন।
১১. ২০ রাকা'আত তারাবীহ নামায সুন্নাতে খায়রুল কুরূন।
১২. ২০ রাকা'আত তারাবীহ নামায সুন্নাতে মুতাকাদ্দিমীন।
১৩. ২০ রাকা'আত তারাবীহ নামায সুন্নাতে মুতাআখখিরীন।
১৪. ২০ রাকা'আত তারাবীহ নামায সুন্নাতে উম্মাতে মুসলিমীন।
১৫. ২০ রাকা'আত তারাবীহ নামায সুন্নাতে হাসানাহ (লিদ্দীন)।

এসবের যে কোন একটিই দলীল হিসেবে যথেষ্ট। যারা এর বাইরে কিছু বলতে চান, তারা মূলত উপরোক্ত আয়াতসমূহ ও হাদীসসমূহ অস্বীকার করেন এবং নিজেদেরকে এঁদের চেয়ে শরীয়াহ বিষয়ে বিজ্ঞ আলেম, বেশী সুন্নাতপন্থী ও বড় পরহেযগার মনে করেন।

সুতরাং

(১) যারা সুন্নাতে হাসানাহ গ্রহণ করেন,

(২) যারা সুন্নাতে কায়িমাহ অনুসরণ করেন,
(৩) যারা খায়রুল কুরূনকে অনুসরণীয় মানেন,
(৪) যারা আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের ফিকাহ অনুকরণ করেন,
(৫) যারা সালফে সালিহীনের পথে চলেন,
(৬) যারা তাবেয়ীন ও তাবে-তাবেয়ীনদের অনুকরণীয় মনে করেন,
(৭) যারা সাহাবায়ে কিরামকে (দ্বীন, ঈমান ও আমলের ক্ষেত্রে) সত্যের মানদন্ড মনে করেন,
(৮) যারা আশারায়ে মুবাশ্‌শারাহগণের শান জানেন,
(৯) যারা আহলে বাইতকে ভালোবাসেন,
(১০) যারা খোলাফায়ে রাশেদীনকে শ্রদ্ধা করেন;

তারাই ২০ রাকা'আত তারাবীহ পড়ে সুন্নাতে হাসানাহ সম্পন্ন করেন।

আশা করি, উপরোক্ত দলীলাদীর মাধ্যমে অযথা এবং আয়েশী বিতর্কের অবসান ঘটবে, ইন শা-আল্লাহ।

(ক) মহান খলীফাগণ, (খ) সাহাবায়ে কিরাম, (গ) খায়রুল কুরূনের শ্রেষ্ঠ প্রজন্ম, (ঘ) আইম্মায়ে মুজতাহিদীন ও (ঙ) সালফে সালেহীনের আমলকৃত এ অবিসংবাদিত সুন্নাত, ২০ রাকা'আত তারাবীহ নামায অতীতের মত বর্তমানেও মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফের পবিত্র মাসজিদদ্বয়ে (হারামাইন-শরীফাইনে) যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়ে আসছে। এ বিষয়ে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে কোন দ্বিমত নেই।

তারাবীহ নামায তাহাজ্জুদ নয়। এটি পবিত্র রমযান মাসের বিশেষ নামায। ইসলামের প্রথম যামানা থেকেই ২০ রাকা'আত তারাবীহ চলে এসেছে। এটা সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ীগণের আচরিত সুন্নাত। দুনিয়ার সকল মুজতাহিদ ইমাম, আলেম, পীর-মাশায়েখ ও উম্মাতে মুসলিমাহ দেড় হাজার বছর যাবত এভাবেই আমল করে এসেছেন। এ ব্যাপারে নতুন বিতর্কের কোন অবকাশ নেই।

এতে দ্বিমত করলে হয়তো 'সাহাবায়ে কিরাম বিদ'আতী' বলতে হবে (নাউযুবিল্লাহ!); নয়তো '৮ রাকা'আত ওয়ালা বিদ'আতী' বলতে হবে। আপনি কি বলবেন?

আট রাকা'আত পড়ে চলে গেলে কি কি সমস্যা হয়?

১. পুরো কিয়ামুল লাইলের সাওয়াব থেকে মাহরূম (বঞ্চিত) হয়।
২. খোলাফায়ে রাশেদীনসহ সাহাবায়ে কিরামকে অবমাননা ও অসম্মান করা হয়।
৩. ইমামের আনুগত্যের শিথিলতা প্রকাশ পায়।
৪. মাসজিদের শৃঙ্খলা ভঙ্গ হয়, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়।
৫. নামাযের কাতারে অসুবিধা হয়।
৬. অন্যান্য মুসল্লীদের ইবাদাতে বিঘ্ন হয়।
৭. যারা ২০ রাকা'আত পড়েন তাদের সাথে ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি হয়।
৮. উম্মাতের ঐক্য বিনষ্ট হয়।

শেষ কথা হলোঃ তারাবীহ নামায ২০ রাকা'আত সুন্নাতে মুআক্কাদাহ; 'তারাবীহ নামায ৮ রাকা'আত' বলা ক্ষতিকর বিদআত।

তাই আসুন, আমরা সকল প্রকার দ্বিধা সংশয় মুক্ত হয়ে; শরীয়তের স্বতসিদ্ধ পদ্ধতি (সুন্নাতে কায়েমাহ) সাহাবায়ে কেরামের মতই সবসময় পালন করি। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা আমাদের সকলকে সিরাতে মুস্তাকীমের উপর কায়েম রাখুন, আমীন!

-----o-----

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

নামাযে সূরা ফাতিহার পর 'আ-মী-ন' নিম্নস্বরে বলা

বর্তমানে নব্য সালাফী জামাত কর্তৃক সৃষ্ট আরেকটি সমস্যা হলো নামাযে ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহার পর 'আ-মী-ন' উচ্চ আওয়াজে বলা। তারা জোরে (উচ্চ স্বরে) 'আ-মী-ন' বলার প্রথা চালু করতে সমাজে মরিয়া হয়ে উঠেছে; অথচ হাজার বছর পূর্বে এই সকল মাস'আলার সমাধান হয়েছে। নতুন করে বলার ও প্রচারের কোন প্রয়োজন নেই। ইমাম শাফেয়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহি জোরে 'আ-মী-ন' বলার পক্ষে। নব্য সালাফীরা মাযহাবস্বীকার করেন না; অথচ তাদের কার্যকালাপ বিশেষ মাযহাবের আমলের অনুরূপ। মাযহাব বলতে তাদের লজ্জা বোধ হয়, বর্তমানে তারা সালাফী নামে ঘুরে বেড়ান।

'আ-মী-ন' নিম্নস্বরে (নিরবে) বলার পক্ষের দলিলসমূহ

১. হযরত ইমাম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি 'আ-মী-ন' আস্তে বলার পক্ষে ছিলেন। সে মর্মে আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হানাফীগণ দলিল রূপে পেশ করেন, যা হযরত আহমাদ, আবু দাউদ, আবু ইয়ালা, ইমাম তিবরানী, দারু কুতনী, ইমাম হাকিম বর্ণনা করেন ঃ

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّه صَلّٰى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَلَمَّا بَلَغَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّالِّيْنَ قَالَ اٰمِيْنَ اَخْفٰى بِهَا صَوْتَه. وَ فِيْ رِوَايَةٍ خَفَضَ بِهَا صَوْتَه وَ قَالَ صَحِيْحُ الْاِسْنَادِ.

অর্থ ঃ হযরত আলকামা বিন ওয়ায়েল রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে নামায আদায় করেন। যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّالِّيْنَ বললেন তখন (اَخْفٰى صَوْتَه) اٰمِيْنَ 'চুপে চুপে' বললেন। অন্য বর্ণনায় আছে (خَفَضَ صَوْتَه) আমীন 'নিম্নস্বরে' বললেন। এই হাদিসটির সনদ সহীহ।

২. ইমাম মুহাম্মাদ বিন হাছান শায়বানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি 'কিতাবুল আছারে' উল্লেখ করেনঃ

عَنْ اِبْرَاهِيْمَ النَّخْعِىْ قَالَ اَرْبَعٌ يَخْفِضُهُنَّ الاِمَامُ التَّعَوُّذُ وَ بِسْمِ اللهِ وَ سُبْحَانَكَ وَ اٰمِيْنَ.

অর্থ ঃ হযরত ইমাম নাখয়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণিত, ইমাম ৪ টি বিষয় চুপে চুপে বলবে। (১) আউজু বিল্লাহ ... , (২) বিস্‌মিল্লাহ ... , (৩) সুবহানাকা ... (ছানা) ও (৪) 'আ-মী-ন'।

৩. ইমাম তিবরানী আবু ওয়ায়েল থেকে বর্ণনা করেন ঃ

عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ قَالَ لَمْ يَكُنْ عُمَرُ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ وَ عَلِىٌ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ يَجْهَرَانِ بِسْمِ اللهِ وَ اٰمِيْنَ. قَالُوْا اَيْضًا اٰمِيْن دُعَاءٌ الاَصْلُ فِى الدُّعَاءِ الاِخْفَاءُ.

অর্থ ঃ আবু ওয়ায়েল রহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বিস্‌মিল্লাহ্ ... ও 'আ-মী-ন' জোরে পড়তেন না। তাঁরা বলেন 'আ-মী-ন' হলো দো'আ; আর দো'আর মূল বিধান হলো চুপে চুপে বলা।

যখন হাদীসের মধ্যে বিভিন্ন রূপ দেখা যায় তখন প্রসিদ্ধ কিতাব 'হেদায়া' লেখক হযরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর হাদীসের দিকে ফিরে যান। দেখা যায় তিনি আস্তে 'আ-মী-ন' বলতেন; কেননা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকেও আস্তে বলার প্রমাণ রয়েছে।

৪. আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন ঃ

اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّ خُفْيَةً.

অর্থ ঃ তোমরা আল্লাহর নিকট কান্নাভরে গোপনে প্রার্থনা কর। (সূরাঃ আরাফ, আয়াতঃ ৫৫)।

এতে সন্দেহ নেই যে, নিম্নস্বরে হলো দো'আ; সুতরাং দ্বন্দ্বের অবসান কল্পে চুপে চুপে পড়াই প্রাধান্য পাবে। কেননা 'আ-মী-ন' কুরআনের আয়াত নয়, এ বিষয়ের উপর এজমা হয়েছে; সুতরাং এতে কুরআনের মতো আওয়াজ করা সমিচীন নয়। যার কারণে মাসহাফেও তা লেখা হয় নাই। তাই 'আ-মী-ন' ইমাম-মোক্তাদী সকলেই নিম্নস্বরে বলবেন, ইহাই নামাযের নিয়ম।

৫. ইমাম বোখারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি, ইমাম মুসলিম রহমাতুল্লাহি আলাইহি, ইমাম আহমাদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি, ইমাম মালিক রহমাতুল্লাহি আলাইহি, ইমাম নাসায়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহি, ইমাম তিরমিযী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ও ইমাম ইবনে মাজাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রমুখ হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণনা করেন ঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِذَا اَمَّنَ الاِمَامُ فَاَمِّنُوْا فَاِنَّه مَنْ وَافَقَ تَاْمِيْنُه تَاْمِيْنَ الْمَلٰئِكَةِ غُفِرَ له مَ تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه.

অর্থ ঃ হযরত রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, ইমাম যখন 'আ-মী-ন' বলবে তখন তোমরাও 'আ-মী-ন' বলো; কেননা যার 'আ-মী-ন' ফেরেশতাদের 'আ-মী-ন' এর সাথে মিলে যাবে তার অতীতের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

যেহেতু ফেরেশতাদের 'আ-মী-ন' নিঃশব্দ, তাই আমাদের 'আ-মী-ন'ও একইভাবে নিরববে হওয়াই হাদীসের অনুকুলে।

৬. মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক ও কিতাবুল আছারে উল্লেখ আছে, যা ইমাম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত হাম্মাদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে তিনি ইবরাহীম নাখয়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহি হতে বর্ণনা করেন ঃ

اَرْبَعٌ يَخْفِيْهِنَّ الاِمَامُ التَّعَوُّذُ وَ بِسْمِ اللهِ وَ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَ اٰمِيْنَ.

অর্থ ঃ ৪ টি জিনিস ইমাম নিচু স্বরে বলবেন। (১) তাআওউয (আউজু বিল্লাহ ...), (২) বিস্‌মিল্লাহ ... , (৩) সুবহানা কাল্লাহুম্মা ... (ছানা) ও (৪) 'আ-মী-ন'।

জোরে বলা হাদীস সমূহের ব্যাখ্যা

১। যেখানে 'আম্মিনূ' اٰمِيْنُوْا (তোমরা 'আ-মী-ন' বল) আছে সেখানে আমর (আদেশ) এর জন্য নয়, বরং ফজিলত বর্ণনার জন্য বলা হয়েছে।

২। যেসকল হাদীসে مَدَّ بِهَا صَوْتَه (দীর্ঘ করলেন তাঁর আওয়াজ) বাক্যাংশটি এসেছে তথায় তালিম (শিক্ষা) দানের জন্য বলা হয়েছে। যেমনঃ হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কখনো জানাজার নামাযে দো'আ জোরে পড়েছেন, অথচ আস্তে বলার কথা ছিল। শিক্ষা দানের জন্য তিনি এরূপ করেছেন।

৩। مَدَّ بِهَا صَوْتَه (দীর্ঘ করলেন তাঁর আওয়াজ) কথা দ্বারা বুঝানো হয়েছে 'মাদ্দ' مَد (দীর্ঘ) করে পড়েছেন; এর বিপরীত 'কছর' قصر (হ্রাস বা দ্রুত) পড়েননি।

৪। হযরত ওয়ায়েল বিন হাজর রহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে দু ধরণের বর্ণনা পাওয়া যায়ঃ

(ক) হযরত ছুফিয়ান ছাওরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর সনদে رَفَعَ بِهَا صَوْتَه (তিনি তাঁর আওয়াজ উচ্চ করলেন) এর বর্ণনা আছে।

(খ) হযরত শুবা রহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে خَفَضَ بِهَا صَوْتَه (তিনি তাঁর আওয়াজ নিচু করলেন) রয়েছে।

দ্বিমতপূর্ণ বর্ণনা পাওয়া গেলে সে হাদীস বর্জিত হয়। কিন্তু শুবা রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর বর্ণনা প্রাধান্য পাবে; কেননা হযরত সুফিয়ান রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, শুবা 'আমীরুল মুমিনিন ফিল হাদীস' ছিলেন।

৫। আহনাফের বর্ণনায় শুবা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণিত خَفَضَ بِهَا صَوْتَه (তিনি তাঁর আওয়াজ নিচু করলেন) হাদীসটি এই মূল সূত্রে ও প্রেক্ষাপটে প্রাধান্য পাবে যে, اَصْلٌ فِى الْعِبَادَةِ السِّرُّ (এবাদত চুপে চুপে করাই মৌলিক নিয়ম)।

৬। আল্লাহ তায়ালার বাণী ঃ

اَلَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلٰوتِهِمْ خَاشِعُوْنَ.

অর্থঃ যারা নামাযে ভয় ভীতির সহিত অবস্থান করে। (সূরাঃ মু'মিনূন, আয়াতঃ ২)।

এখানেও চুপে চুপে করার প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

এতে প্রতীয়মান হয় যে 'আ-মী-ন' আস্তে আস্তে বলাই উত্তম, জোরে বলার কোন অকাট্য দলিল নেই। কাজেই নব্য জামাতের ফাঁদে পড়ে সহীহ মাস'আলা ও হানাফী মাযহাবকে বর্জন করা কারো জন্য উচিৎ হবে না।

-----o-----

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

আযান ও ইকামাতের ফায়সালা বা সমাধান

(যেই ভাবে আযান দিবে, সেই ভাবে ইকামাত দিবে।)

পাঠক ভাইয়েরা! অতি শুদ্ধাচারী এক দল মাঠে নেমেছেন তারা আযানে ও ইকামাতে ফরক সৃষ্টি করেন; যদিও কুরআন সুন্নাহর ফায়সালা হচ্ছে আযান ও ইকামাতের শব্দাবলী এক ও অভিন্ন হবে, তারা আযানে দু'বার ও ইকামাতে এক বার শব্দাবলী উচ্চারণ করে থাকেন। তাদের এ আমল গ্রহণযোগ্য নয়। যা যুগ যুগ ধরে হানাফী মাযহাব অনুযায়ী আমল চলে আসছে। তাই সঠিক পথ ও মত দলিল সহ নিম্নে সংক্ষেপে আলোকপাত করছি।

১। তিরমিযী শরফের ৪৮ পৃষ্ঠায় আছে ঃ

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ شَفْعًا شَفْعًا فِى الاذان وَ الاقامَةِ. وَ قَالَ بَعْضُ اَهْلُ العِلمِ الاذَانُ مَثْنى مَثْنى وَ الاقامَةُ مَثْنى مَثْنى. وَ بِه يَقُوْلُ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ وَ اِبْنُ الْمُبَارَكِ وَ اَهْلُ الكُوْفَةِ.

অর্থ ঃ হযরত আবদুল্লাহ বিন জাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আযান ও ইকামাত ছিল দুইবার দুইবার করে। বিশিষ্ট আহলে ইলমগণ আযান ও ইকামাতে দুইবার দুইবার বলার মত পোষণ করেন। সে মতে ইমাম ছুফিয়ান ছাওরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি, ইবনুল মোবারক রহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং কুফাবাসী ফকীহগণ মতামত পেশ করেন।

২। ইবনে খুজাইমা তার সহীহ কিতাবে উল্লেখ করেন ঃ

وَ بِلفظِه فعَلَّمَهُ الاذَانُ وَ الاقامَةُ مَثْنى مَثْنى وَ كَذَالِكَ رَوَاهُ اِبْنُ حِبَّانُ فِى صَحِيْحِه. هذا ما قالهُ العَيْنِى.

অর্থ ঃ উক্ত কিতাবে আছে আযান ও ইকামাত দুইবার দুইবার করে শিক্ষা দেন, এমনিভাবে ইবনে হিব্বানও তার ছহী কিতাবে উল্লেখ করেন এবং আল্লামা আইনী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ও সে মতে মতামত পেশ করেন।

৩। ফাতহুল কাদীরে আছে ঃ

كَيْفَ! وَ قَالَ الطَّحَاوِىُّ تَوَاتُرَتِ الاثَارُ عَنْ بِلَالٍ رَضِىَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ اَنَّه كَانَ يُثَنِّى الاقَامَةَ حَتَّى مَاتَ.

অর্থঃ কেমন করে ইকামাতে এক বার করে পড়বে! অথচ হযরত ইমাম তুহাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন হযরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বহু তরীকায় (মুতাওয়াতির) বর্ণনা এসেছে যে, তিনি একামতে দুইবার দুইবার করে বলতেন; তাঁর শেষ জীবন পর্যন্ত উক্ত আমল চলমান ছিল।

৪. তিরমিযী শরীফের টিকায় উল্লেখ আছে (টিকা নং ৬) ঃ যার অর্থ হলো- "হযরত আবদুল্লাহ বিন সাঈদ আনসারী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে হাজির হন এবং বলেন হে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি স্বপ্নে দেখেছি এক ব্যক্তি দাড়ালেন তার গায়ে সবুজ রং এর চাদর এবং তিনি আযান ও ইকামাতের শব্দাবলী দুইবার দুইবার উচ্চারণ করেন।"

বর্ণিত দালায়েল দ্বারা আযান ও ইকামাতে দুইবার দুইবার বলার কথাই শক্তিশালী। হানাফী মাযহাব মোতাবেক দুই দুই বার বলাই কাম্য।

যারা একবার বলেন তাদের খণ্ডন

১। হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এর হাদীসে দেখা যায় একবার ইকামাতে ইখতেছার (اِخْتِصَار) বা সংক্ষেপ করার লক্ষ্যে করা হয়; তালীমী জাওয়াজ (শিক্ষার জন্য বৈধ) হিসেবে গণ্য ইহা দ্বারা চলমান সুন্নাত হতে পারে না। কারণ ইমাম তুহাবী ও ইমাম ইবনে জাওজি রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর মতে, হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত ইকামাত দুই দুই বার বলেছেন।

২। হানাফী মাযহাবের পক্ষ থেকে বলা হয়, বোখারীতে যে হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এর বর্ণনা আছে তা মানসুখ (রহিত), হযরত আবু মাহজুরা রাদিয়াল্লাহু আনহু এর হাদীস দিয়ে। যা আছহাবে সুনান বর্ণনা করেন, যার মধ্যে ইকামাতে দুই দুইবার বলার বর্ণনা রয়েছে।

৩। হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এর হাদীস পূর্বের এবং আবু মাহজুরা রাদিয়াল্লাহু আনহু এর হাদীস পরের। নিয়ম মোতাবেক পরের হাদীস আগের হাদীসকে রহিত করে।

আলোচিত বর্ণনার পর যারা ইকামাতে একবার করে বলার ঝুলি নিয়ে প্রচার করছেন তাদের আর কোন পথ রইল না। কারণ হাদীস দেখলেই বা পেলেই হবে না; হাদীসের নানা প্রকারভেদ রয়েছে। হাদীস বিশারদগণ তা নির্ণয় করতে সক্ষম; যেমন ইমাম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি, ইমাম শাফেয়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রমূখ। কাজেই যেখানে শাঈখ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস রহমাতুল্লাহি আলাইহিও মাযহাবী ছিলেন। বর্তমানে সালাফী কি তাঁর চেয়ে বড় মুহাদ্দিস হয়ে গেলো? তাই মাযহাব মতে চলুন ও বলুন।

-----o-----

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

ইমামের পেছনে 'সূরা-ফাতিহা' পড়ার মাস'আলা

পাঠক ভাইয়েরা! ইমামের পেছনে মুক্তাদী হয়ে সূরা কিরা'আত পড়তে হয় না; যদিও বর্তমানে কিছু লোক ইমামের পেছনে কিরা'আত পড়তে দেখা যায়। এ মর্মে নিম্নে প্রমাণাদিসহ উপস্থাপন করলাম।

১। তিরমিযী শরীফের ৭১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِنْصَرَفَ مِنْ صَلٰوةٍ جَهَرَ فِيْهَا بِالْقِرَءَةِ فَقَالَ هَلْ قَرَءَ بِمَعِىْ اَحَدٌ مِنْكُمْ اٰنِفًا؟ فَقَالَ رَجُلٌ نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ اِنِّىْ اَقُوْلُ مَا لِىْ اُنَازَعُ الْقُرْاٰنَ؟ فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَءَةِ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ.

অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা ছালাতে জেহরিয়া (সশব্দে কিরা'আত পড়া হয় এমন নামায) থেকে অবসর হয়ে বলেন, তোমাদের মধ্যে কি কেহ আমার পেছনে কিরা'আত পড়েছ? এক ব্যক্তি বললঃ হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমি বলছি শুনঃ আমি যেন কিরা'আত পড়ায় টানাহেচড়ার মধ্যে পড়ে গেলাম। অতঃপর সাহাবায়ে কেরাম পুনরায় নবীজির পেছনে কিরা'আত পড়া থেকে বিরত থাকেন।

২। তিরমিযী শরীফের টিকায় আছে, হযরত ইমাম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, ছেররীয়া (যে সব নামাযে কির'আত নিরবে পড়া হয়) ও জেহরীয়া (সশব্দে কিরা'আত পড়া হয় এমন নামায) কোন অবস্থায় মুক্তাদী কিরা'আত ও সুরা ফাতিহা পড়বে না।

৩। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন ঃ

اِذَا قُرِءَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَه وَ اَنْصِتُوْا.

অর্থ ঃ যখন কুরআন তিলাওয়াত হয় তখন তোমরা কান পেতে শুন এবং চুপ থাক। (সূরাঃ আরাফ, আয়াতঃ ২০৪)।

সাধারণত (সামগ্রিক অর্থে) চুপ থাকাই এখানে বুঝানো হয়েছে। সুতরাং কিরা'আত পাঠ করলে শ্রবণ করা মুক্তাদীর জন্য অত্যাবশ্যক, কেননা চুপ থাকা আয়াতের আমল। বর্ণিত আয়াত নামাযের কিরা'আত প্রসঙ্গেই নাযিল হয়েছে।

৪। হযরত ইমাম বায়হাকী রহমাতুল্লাহি আলাইহি, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণনা করেন যে, এই বর্ণিত আয়াতের প্রেক্ষাপটে সকল ইমামগণ ঐক্যমত পোষণ করেন যে এই আয়াত নামাযের প্রেক্ষাপটে নাযিল হয়েছে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

مَنْ كَانَ له اِمَامٌ قِرَءَةُ الاِمَامِ له قِرَءَةٌ.

অর্থঃ যিনি মুক্তাদী হয়ে নামায পড়বেন, ইমামের কিরা'আতই তার কিরা'আত বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ মোক্তাদী হয়ে ইমামের পেছনে কিরা'আত পড়তে হবে না।

৫। ইমাম মুহাম্মাদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি 'মোয়াত্তায়' উল্লেখ করেন ঃ

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنْ صَلى خَلْفَ الاِمَامِ فَاِنَّ قِرَءَةَ الاِمَامِ قِرَءَةٌ له.

অর্থঃ যে ব্যক্তি ইমামের পেছনে নামায আদায় করবে, ইমামের কিরা'আতই তার কিরা'আত হিসাবে গণ্য হবে।

৬। ইবনে মাজাহ এর ৬০পৃষ্ঠায় টিকায় আছে ঃ "হযরত ইবনে মারদুবিয়া সনদের সহিত তার লিখিত তাফসীরে উল্লেখ করেন যে, হযরত মোয়াবিয়া ইবনে কুররা রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি কোন কোন শাঈখ ও মাশায়েখ (সাহাবীগণ) কে জিজ্ঞাসা করি উক্ত বিষয়ের প্রেক্ষাপটে, তবে আবদুল্লাহ বিন মোগাফ্ফাল রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যে ব্যক্তি কুরআন পড়া শুনবে তার শ্রবণ ও চুপ থাকা ওয়াজিব হয়ে যায়।" তিনি আরো বলেন (আয়াত শরীফ) ঃ اِذَا قُرِءَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا له وَ اَنْصِتُوْا অর্থ ঃ যখন নামাযে কুরআন তিলাওয়াত হয় তখন তোমরা কান পেতে শুন এবং (ব্যাপকার্থে) চুপ করে থাক। (সূরাঃ আরাফ, আয়াতঃ ২০৪)।

সকলেই জানেন 'কিরা'আত খালফাল ইমাম' (ইমামের পেছনে কিরা'আত পড়া) প্রেক্ষাপটে এই আয়াত নাযিল হয়।

৭। তাফসীরে মাজহারীতে আছে, কুরআনুল কারীম পাঠ করতে থাকলে শ্রবণ করা ও চুপ থাকা ওয়াজিব, ইহা নামাযের মধ্যেও পালনীয় বলে গণ্য হবে। জমহুর সাহাবায়ে কেরামগণ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম বলেন, মুক্তাদী চুপ করে শ্রবণ করবে, এটাই যথাযথ ও সঠিক।

৮। সহীহ মুসলিম শরীফ রয়েছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন যখন তোমাদের সামনে কুরআন পড়া হয়; তখন তোমরা চুপ থাক।

৯। ইমাম ত্বহাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন যে, হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে মারফু হিসাবে ইমাম মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি 'মোয়াত্তার' শর্তে শাঈখাইন (বোখারী ও মুসলিম) এর সহিত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেনঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি ইমামে পেছনে নামায পড়বে, ইমামের কিরা'আতই তার কিরা'আত।

হযরত ইমাম ইবনে মাজাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি, হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যে মুক্তাদী হয়ে ইমামের পেছনে নামায পড়বে, ইমামের কিরা'আতই তার (মুক্তাদীর) কিরা'আত বলে গণ্য হবে।

১০। ইমাম মুসলিম রহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত আতা রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর সনদে বর্ণনা করেন যে, তিনি যায়েদ বিন সাবেত রাদিয়াল্লাহু আনহুকে এই প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করেন, উত্তরে তিনি বলেন, ইমামের পেছনে নামায পড়লে কিরা'আত পড়তে হবে না।

১১। ইমাম মালেক রহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত নাফে থেকে, তিনি ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, যখন ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কে কেহ এই প্রশ্ন করতেন যে, ইমামের পেছনে কিরা'আত পড়তে হবে কিনা? তিনি বলতেন ইমামের সহিত নামায আদায় করলে তার কিরা'আতই তোমাদের কিরা'আত হিসেবে গণ্য হবে। যখন একাকি পড়বে তখন ফাতেহা ও কিরা'আত পড়বে।

হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ইমামের পেছনে কিরা'আত পড়তেন না।

১২। ইমাম মুহাম্মাদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি 'মোয়াত্তায়' আরো উল্লেখ করেন, যে ইমামের পেছনে কিরা'আত পড়বে তার নামায শুদ্ধ হবে না।

উক্ত কিতাবে আরো বর্ণনা রয়েছে, যে ব্যক্তি ইমামের পেছনে ফাতিহা পড়ে যদি তার মুখে পাথর পতিত হতো।

তিনি আরো বলেন, ইমামের পেছনে কোন অবস্থায় কিরা'আত পড়বে না; বরঞ্চ চুপ থাকবে ও শ্রবণ করবে।

১৩। ইমাম শাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি সত্তর জন বদরী সাহাবী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম কে পেয়েছি ঐ সকল বেহেস্তী সাহাবীগণ এই মত পোষণ করেন যে, ইমামের পেছনে কোন কিরা'আত নেই। (হযরত ইমাম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি ও তার অনুসারীগণ অতি শুদ্ধ ও সঠিক, কারণ তারা এরূপ আমল করেন।)

১৪। আল কোরআনে আছে ঃ

فاقرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ القُرْان. فاقرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ.

অর্থঃ তোমরা কুরআনের যেখান থেকে সহজ পড়; তোমরা তার যেখান থেকে সুবিধা পড়। (সূরাঃ মুযযাম্মিল, আয়াতঃ ২০)।

উক্ত আয়াতদ্বয়ের নির্দেশের বিপরীতে যদি বলা হয় সূরা ফাতিহা পড়তেই হবে; তাহলে কুরআনের উপর হাদীসের আমলকে প্রাধান্য দেয়া হয়; যা গ্রহণযোগ্য নয়।

১৫। বোখারী শরীফে আরো উল্লেখ আছে ঃ 'নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক আরাবী (গ্রাম্য লোক) কে নামাযের শিক্ষা দিচ্ছিলেন এমন সময় বললেন যে, তুমি কুরআনের যা জান তাই নামাযে পাঠ করবে।'

অতএব সূরা ফাতিহা ব্যতিত নামায হবে না, এটি তাদের উক্ত মতের পক্ষে বৈধ দলিল নয়। হাদীসে যেখানে 'লা ছালাতা' لا صَلٰوةَ (নামায হয় না) বলা হয়েছে সেখানে পূর্ণতা বুঝানো উদ্দেশ্য; কেননা না পড়ার বেলায় বলা হয়েছে 'খাদাজুন' (خَدَجٌ) অর্থাৎ অসম্পূর্ণ; এমন নয় যে নামায বাতিল হয়ে যাবে।

যদি সূরা ফাতিহা ফরজ হতো তাহলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ আরাবী (গ্রাম্য লোক) কে প্রথমে ফাতিহার তালিম দিতেন। কেননা এটাই হলো শিক্ষার স্থান। কাজেই ইমামের পেছনে কিরা'আত বা সূরা ফাতিহা কোনটাই পড়তে হবে না।

ইমামের পেছনে 'সূরা ফাতিহা' পড়ার হাদীস সমূহের ব্যাখ্যা

১। তিরমিযী শরীফের ৫৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত হাদীস ঃ

لا صَلٰوةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَا بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ.

অর্থ ঃ ফাতিহা শরীফ না পড়লে নামায পরিপূর্ণ হবে না।

এই মর্মে হানাফীগণ বলেন যে, সূরা ফাতিহা পড়া ফরজ নয়; বরঞ্চ কুরআনে কারীমের যেখান থেকে হোক, পড়লেই নামায শুদ্ধ হবে।

২। ইমাম তিরমিযী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ও আবূ দাউদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত উবাদা বিন সামেত রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, তোমরা একমাত্র ফাতিহা পাঠ করবে; কেননা উক্ত সূরা পাঠ না করলে নামায পরিপূর্ণ রূপে হবে না।

৩। ইবনে মাজাহ শরীফের টিকা লেখক বলেন, এরূপ নয় যে নামায একেবারেই হবে না। কেননা ফাতিহা পড়ার যে হাদীস তা দুর্বল; কারণ এই হাদীসের সনদে 'মুহাম্মাদ বিন ইছহাক' মুদাল্লিছ (ভুল উর্ধসংযোগ প্রতিস্থাপনকারী)। আল্লামা আইনী বলেন, 'মুহাম্মদ বিন ইছহাক বিন ইয়াছার' মুদাল্লিছ। ইমাম মালেক রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাকে মিথ্যুক বলেছেন, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাকে দূর্বল রাবী বলেছেন। তার থেকে কোন প্রকার হাদীস গ্রহণ করা ঠিক হবে না।

আসুন! যারা কিরা'আত পড়তে হবে বলেন তাদের কথায় কান না দিয়ে হযরত ইমাম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর মাযহাব অনুযায়ী নিজেকে পরিচালনা করে ধন্য করি।

তাদের দাবি তারা মাযহাব মান্য করেন না; পক্ষান্তরে দেখা যায় তাদের অনেক আমলই মাযহাব অনুযায়ী করছেন।

-----o-----

'রফউল ইয়াদাঈন' বা নামাযে বারবার হাত উঠানো

পাঠক ভাইয়েরা! মাঝে মধ্যে কোন কোন মাসজিদে লক্ষ্য করা যায়, রুকু ও সিজদাহর আগে ও পরে রফউল ইয়াদাঈন (বারবার হাত উঠানো) করা হচ্ছে। তা দেখে সাধারণ মুছল্লী ভাইয়েরা চমকে যান। তাই সংক্ষেপে বিষয়টির উপর আলোচনা করতে চাই।

বোখারী শরীফের ১০৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে ঃ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِذَا قَامَ فِى الصَّلٰوةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّى تَكُوْنَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَ كَانَ يَفْعَلُ ذَالِكَ حِيْنَ يُكَبِّرُ لِرُكُوْعٍ فَيَفْعَلُ ذَالِكَ اِذَا رَفَعَ رَاْسَه.

অর্থঃ আবদুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে দেখেছি যখন নামাযে দাড়ান তখন দুই হাত কাঁদ বরাবর উঠাতেন। যখন রুকুর জন্য তাকবীর বলতেন তখনও হাত উঠাতেন, যখন রুকু থেকে মাথা উঠাতেন তখনও এরূপ করতেন।

ইমাম বদরুদ্দীন আইনী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, উক্ত হাদীস ইমাম শাফেয়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর মাযহাব। যারা বলেন তারা মাযহাব মানেন না; তারা তো হাত উঠাতে পারেন না, হাত উঠালে তো শাফেয়ী মাযহাব হয়ে যাবেন; অথবা অন্যভাবে নামায পড়তে হবে।

ইমাম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, 'তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া হাত উঠাবে না'। ইমাম ছুফিয়ান ছউরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি, ইমাম নাখঈ রহমাতুল্লাহি আলাইহি, ইবনে লায়লা রহমাতুল্লাহি আলাইহি, আলকামা বিন কায়েছ রহমাতুল্লাহি আলাইহি, আছওয়াদ বিন ইয়াজিদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি, আমের আশ-শাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি, আবু ইছহাক রহমাতুল্লাহি আলাইহি, খুযায়মা রহমাতুল্লাহি আলাইহি, ওয়াকিয়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহি, আছেম বিন কালিব রহমাতুল্লাহি আলাইহি এই

সকল মণিষীগণও আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর পক্ষে মতামত পোষণ করেন।

ইমাম তিরমিযী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, অনেক সাহাবী, তাবেঈনগণ এমত পোষণ করেন।

বর্ণিত হাদীসের জওয়াব হলো ঃ

(ক) হাদীসটি ইসলামের প্রথম যুগের ছিল; রাফউল ইয়াদাঈনের হাদীস পরবর্তীতে মানছুখ (রহিত) হয়ে যায়। যার প্রমাণ সরূপ দেখা যায় ঃ

১. হযরত আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তিকে এরূপ হাত উঠাতে দেখেন অতঃপর তিনি বলেন এরূপ করবে না; নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথমদিকে এরূপ করতেন, পরে এই আমল ছেড়ে দেন। এই বর্ণনা উক্ত হাদীস মানছুখ (স্থগিত) হওয়াকেই নিশ্চিত প্রমাণ করে।

২. ইমাম ত্বহাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি সহীহ সনদে বর্ণনা করেন যে, হযরত মুজাহিদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর পেছনে নামায পড়তাম, তিনি একমাত্র তাকবীরে উলা (প্রথম তাকবীর-তাহরীমাহ) ব্যতিত হাত উঠাতেন না।

৩. ইমাম ত্বহাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি আরো বলেন, এই ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ই প্রথমে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রফউল ইয়াদাঈন করতে দেখেন, পরবর্তীতে নবীজি ইহা ছেড়ে দেন। যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছেড়ে দেন, ইহাই মানছুখ হওয়ার উপর স্পষ্ট দলীল।

ইমাম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, একদা আমার সাথে ইমাম আওজায়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর সাক্ষাত হয় মক্কা শরীফে। আওজায়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহি আমাকে বলেন, কি হয়েছে ইমাম সাহেব! আপনি রফউল ইয়াদাঈন করেন না কেন? আমি (আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি), তো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সহীহ বর্ণনায় এমন কথা পাইনি যে, তাকবীরে তাহরীমা ব্যতিত

মাগরিবের আযানের পর দুই রাক'আত নফল নামায

পাঠক ভাইয়েরা! কোন কোন জায়গায় দেখা যায় কেউ কেউ মাগরিবের আযানের পর তড়িৎ গতিতে দুই রাক'আত নফল নামায পড়েন। এই প্রেক্ষাপটে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করা হলো।

১। তিরমিযী শরীফের ৪৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছেঃ

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ بَيْنَ كُلِّ اَذَانَيْنِ صَلٰوةٌ.

অর্থঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আযান ও ইকামাত এর মধ্যবর্তী সময়ে নামায রয়েছে।

এই নিয়ে সাহাবায়ে কেরমগণের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে যে, মাগরিবের পূর্বে নামায পড়া যায় কিনা? অনেক সাহাবী ঐ সময় (মাগরিবের পূর্বে) নামায না পড়ার পক্ষে মত প্রদান করেন। হযরত আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহিও এই মত পোষণ করেন এবং তিনি বলেন মাগরিবের আযানের পর ফরজ নামাযের পূর্বে নফল নামায পড়া মাকরূহ।

২। ইমাম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি হাদীস পেশ করেন ঃ

عَنْ بُرَيْدَةَ السَّلَمِيِّ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ اَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ لَمْ يُصَلُّوْهَا.

অর্থঃ হযরত বুরায়দা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এ ধরণের নামায পড়েন নাই।

৩। হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে হাদীস রয়েছে ঃ

مَا رَاَيْتُ اَحَدًا اَنْ يُصَلِّهَا.

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

অর্থ ঃ (হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন), আমি (নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে মাগরিবের আযানের পর ফরজের পূর্বে নফল) এ নামায পড়তে কাউকে দেখি নাই।

এতে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামের প্রথম যুগে হয়তো ইহা ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে তা রহিত হয়ে যায়।

৪। আর একটি হাদীসে বর্ণনা রয়েছে ঃ

وَ فِيْ مُسْنَدِ بَزَّار بَيْنَ كُلِّ صَلٰوةٌ اِلاَّ الْمَغْرِبِ.

অর্থ ঃ মুসনাদে বাজ্জার শরীফে আছে, প্রত্যক দুই আযান ও ইকামাতের মধ্যবর্তী সময়ে নফল নামায আছে; তবে মাগরিব ব্যতিত।

ইবনে বাজ্জার রহমাতুল্লাহি আলাইহি ও ইবনে শাহিন রহমাতুল্লাহি আলাইহি 'নাছেখ ও মানছূখ' এর কিতাবে উল্লেখ করেছেন যে, উক্ত (প্রত্যেক আযান ও ইকামাতের মাঝে নফল নামায আছে) হাদীসটি মানছুখ (রহিত)। আর নাছেখ (রহিতকারী) হলো এই হাদীসটি (যাতে اِلاَّ الْمَغْرِبِ 'মাগরিব ব্যতিত') কথাটি উল্লেখ হয়েছে।

বর্ণিত বর্ণনা দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হলো যে, আযান ও ইকামাতের মধ্যবর্তী সময়ে নামায পড়া যাবে না। কাজেই দুই এক জায়গায় গিয়ে উক্ত নামায পড়ে মুসল্লিদের মধ্যে চমক দেখানো ঠিক হবে না; এর দ্বারা ইসলামকে ফেতনা ফাসাদের দিকে ঠেলে দেয়া হয়। বহু পূর্বেই এর ফায়সালা হয়েছে, নতুন কিছু আবিষ্কার করে ফেতনা সৃষ্টি করা ঠিক হবে না।

দেখুন পাঠক ভাইয়েরা! পাক ভারত উপমহাদেশের মহা জ্ঞানী ব্যক্তিগণ যাদের তুল্য বর্তমানে কেহই নেই, তাঁরা যদি মাযহাব মান্য করতে পারেন তাহলে অল্প বিদ্যায় বিদ্যান হয়ে মাযহাব মান্য করব না বলা হাস্যকর নয়কি ? অথচ তাঁদের লিখিত কিতাব পড়ে আমরা নিজেদেরকে মুফাচ্ছির, মুহাদ্দিস, মুফতী দাবী করছি। আমাদের পূর্ব পুরুষ যারা মাযহাবী ছিলেন, তাদের কি অবস্থা হবে আখেরাতে, তারা কী একটু ভেবে দেখেছেন?

-----o-----

বিতির নামায তিন রাক'আত

পাঠক ভাইয়েরা! আদিকাল থেকে আমরা ৩ রাক'আত বিতিরের নামায আদায় করছি, যা নিয়ে কোন বিতর্ক নেই; কিন্তু বর্তমানে উদিত গোষ্ঠীর মতে বিতির নামায এক রাক'আত। তাই সহীহ হাদীস থেকে এর সঠিক সমাধান দেয়ার চেষ্টা করছি। আশা করি জ্ঞানবান ব্যক্তিগণের জন্য অত্যন্ত ফলপ্রসূ হবে।

১। সহীহ নাছাঈ শরীফের ১৪৮ পৃষ্ঠায় আছে ঃ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ تَعَالى عَنْهَا قَالَتْ مَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَزِيْدُ فِىْ رَمَضَانَ وَ لاَ غَيْرِه عَلى اَحَدَ عَشَرَ رَكْعَةً يُصَلِّى اَرْبَعًا فَلاَ تَسْاَلْنِىْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَ طُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّى اَرْبَعًا فَلاَ تَسْاَلْنِىْ عَلى حُسْنِهِنَّ وَ طُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّى ثَلاَثًا.

অর্থ ঃ হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমজান ও অন্য সময়ে এগারো রাকা'আতের বেশি নামায পড়তেন না, প্রথমে চার রাক'আত পরে আরো চার রাক'আত অত্যন্ত সুন্দর ও দীর্ঘ সময়ে আদায় করতেন; অতঃপর ৩ রাক'আত বিতিরের নামায পড়তেন।

২। সহীহ নাসাঈ শরীফের ২৪৯ পৃষ্ঠায় আরো রয়েছে ঃ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يُوْتِرُ بِثَلاَثٍ يَقْرَءُ فِى الأُوْلى سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلى وَ فِى الثَّانِيَةِ قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَ فِى الثَّالِثَةِ قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ.

অর্থ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিন রাক'আত বিতিরের নামায আদায় করতেন। প্রথম রাকা'আতে সূরায়ে আ'লা, দ্বিতীয় রাকা'আতে সূরায়ে কাফিরূন, তৃতীয় রাকা'আতে সূরায়ে ইখলাস পাঠ করতেন।

৩। সহীহ নাসাঈ শরীফের ২৪৮ পৃষ্ঠায় আরো উল্লেখ আছে ঃ

عَنْ اُبَى بْنِ كَعْبٍ رَضِىَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ يُوْتِرُ بِثَلاَثٍ.

অর্থঃ হযরত উবাই ইবনে কা'ব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিতিরের নামায ৩ রাক'আত পড়তেন।

৪। সহীহ তিরমিযী শরীফের بَابٌ مَا فِى الوِتْرِ بِثَلاَثٍ বা 'তিন রাক'আত বিতির নামাযের অধ্যায়' ঃ ১০৬পৃষ্ঠায় রয়েছে ঃ

بَابٌ مَا فِى الوِتْرِ بِثَلاَثٍ: عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يُوْتِرُ ثَلاَثٍ.

অর্থ ঃ তিন রাক'আত বিতির নামাযের অধ্যায়ঃ হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৩ রাক'আত বিতিরের নামায পড়তেন।

৫। নাসাঈ শরীফে আরো উল্লেখ আছে ঃ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ تَعَالى عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يُوْتِرُ بِثَلاَثٍ وَ لاَ يُسَلِّمُ اِلاَّ فِىْ اخِرِهِنَّ.

অর্থঃ হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা থেকে বর্ণিত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৩ রাক'আত বিতিরের নামায পড়তেন; শেষ রাক'আত ছাড়া সালাম ফিরাতেন না।

৬। জগৎ বিখ্যাত 'মুস্তাদরাকে হাকিম শরীফে' আছে ঃ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ تَعَالى عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يُوْتِرُ بِثَلاَثٍ وَ لاَ يُسَلِّمُ اِلاَّ فِىْ اخِرِهِنَّ.

অর্থ ঃ হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিতিরের নামায ৩ রাক'আত আদায় করতেন এবং সর্ব শেষ রাকা'আতে সালাম ফিরাতেন।

৭। নাসাঈ শরীফের ২৪৮ পৃষ্ঠায় আরো রয়েছে ঃ

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ هِشَامٍ اَنَّ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا حَدَّثَتْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ لَا يُسَلِّمُ فِىْ رَكْعَتَىِ الوِتْرِ.

অর্থ ঃ হযরত সাঈদ বিন হিশাম রহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণিত, হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা তাকে হাদীস বর্ণনা করেন যে, তিন রাক'আত বিতিরের নামাযে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বিতীয় রাকাতে সালাম ফিরাতেন না।

৮। আবু দাউদ শরীফের ১১৯ পৃষ্ঠায় টিকাতে রয়েছে ঃ

اَخْرَجَ الطَّحَاوِىُّ مِنْ طَرِيْقِ عُتْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ سَاَلْتُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنِ الوِتْرِ فَقَالَ اَتَعْرِفُ وِتْرَ النَّهَارِ قُلْتُ نَعَمْ صَلٰوةُ المَغْرِبِ فَقَالَ صَدَقْتَ وَ اَحْسَنْتَ.

অর্থ ঃ হযরত ইমাম ত্বহাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি উতবা ইবনে মুসলিমের ধারাবহিকতায় বর্ণনা করেন যে, আমি হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কে বিতির নামায সম্পর্কে প্রশ্ন করি; তিনি বলেন ঃ তুমি কি দিনের বিতির সম্পর্কে কিছু জান ? আমি বললাম ঃ হ্যাঁ, (তা হলো) মাগরিবের নামায। তিনি বললেন ঃ তুমি খুব সুন্দর ও সত্য কথা বলেছ। (দিনের বিতির ৩ রাকা'আত ও রাতের বিতির ৩ রাকা'আত)

৯। আবূ দাউদ শরীফের টিকায় আরো রয়েছে ঃ

اَخْرَجَ الطَّحَاوِىُّ مِنْ طَرِيْقِ اَبِى العَالِيَةِ عَلَّمَنَا اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَنَّ الوِتْرَ مِثْلَ صَلٰوةِ المَغْرِبِ هٰذَا وِتْرُ النَّهَارِ وَ هٰذِهِ وِتْرُ اللَّيْلِ.

অর্থ ঃ ইমাম ত্বহাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি আবুল আলিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর ধারাবাহিকতায় বর্ণনা করেন যে, সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম আমাদেরকে বিতির সম্পর্কে শিক্ষা দেন যে,

বিতির মাগরিবের নামাযের মতো; ইহা দিনের বিতির আর উহা রাতের বিতির।

বর্ণিত হাদীস সমূহ দ্বারা এটাই প্রমাণিত যে বিতির ৩ রাক'আত এবং ৩ রাকা'আতে কি কি সূরা পাঠ করা হবে তাও তিনি ইরশাদ করেন। ৩ রাক'আত বিতিরের নামায এতে আর কোন সন্দেহ রইল না। এক রাকা'আতের কোন সহীহ রেওয়ায়াত নেই। যা কিছু আছে তারমধ্যে নানা জটিলতা বিদ্যমান। তাই দিনের সূর্যের আলোর ন্যায় ইহা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো যে, বিতিরের নামায ৩ রাক'আত।

এক রাকা'আতের হাদীস সমূহের ব্যাখ্যা

১. সহীহ বোখারী শরীফের ১৩৫ পৃষ্ঠায় আছে ঃ

وَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّ رَجُلًا سَاَلَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنْ صَلٰوةِ اللَّيْلِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ صَلٰوةُ اللَّيْلِ مَثْنٰى مَثْنٰى فَاِذَا خَشِىَ اَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلّٰى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوْتِرُ لَه.

অর্থ ঃ হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করল রাতের নামায সম্পর্কে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, রাতের নামায দুই দুই রাক'আত করে। যদি এভাবে নামায পড়তে পড়তে কারো সুবহে সাদেক হয়ে যাওয়ার ভয় হয়, তাহলে সে এক রাক'আত বিতির পড়ে নিবে।

মূলত এখানে রাতের নামাযের (তাহাজ্জুদের) কথা বলা হয়েছে। তবে কেহ রাতে নামায (তাহাজ্জুদ) পড়া অবস্থায় ফজর উদিত হওয়ার ভয় থাকলে তৎসঙ্গে আরো এক রাক'আত পড়ে নিবে। ইহা সাধারণ (ব্যাপক) হুকুম নয়।

উল্লেখ থাকে যে, এক রাক'আত মিলানোর কথা বলা হয়েছে এজন্য, যেহেতু পূর্বে দুই দুই রাক'আত করে (জোড় জোড়) হয়েছে; সময় স্বল্পতা হেতু অন্তত এক রাক'আত মিলালেও সব মিলিয়ে বিতির (বিজোড়) হবে।

স্মর্তব্য যে, বিতির ১, ৩, ৫, ৭, ৯, ১১ ও ১৩ রাকা'আতের কথা বর্ণিত আছে। যারা এক রাক'আত মান্য করেন, তারা বাকি রেওয়ায়াতগুলোর কি জবাব দিবেন? (তারা কখনো সেগুলো আমল করেন কি)?

২. মোল্লা আলী ক্বারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি মিরকাত শরহে মিশকাত শরীফে বলেন যে, হযরত ইমাম ত্বহাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বিভিন্ন সনদে হযরত আবু আইয়ুব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, বিতির সত্য ও হক; যে কেহ ইচ্ছা করে ৫ রাক'আত, ৩ রাক'আত, পড়তে চাইলে পড়তে পারবে। অতঃপর তিনি আরো বলেন, যেহেতু ৩ রাকা'আতের উপর এজমা হয়েছে এখন আর অন্য দিকে যাওয়ার সুযোগ রইলো না।

৩. ইমাম নাসাঈ রহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক রাক'আত বিতির নামায পড়তে নিষেধ করেছেন।

৪. হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, বিতির এক রাক'আত পড়লে যথাযথ হবে না।

যাহোক ইসলামের প্রথম যুগে বিতির এক রাক'আত থেকে তের রাক'আত পড়ার বর্ণনা পাওয়া যায়। পরবর্তীতে ৩ রাকা'আতের উপর এজমা (ঐক্যমত্য) হয়েছে। তাই এই নিয়ে নতুন ঝামেলা পাকানো আলেম ওলামা এবং মুসল্লীগণের কাম্য নয়। সুতরাং হানাফী মাযহাব মোতাবেক বিতির ৩ রাক'আত পড়া কতই না উত্তম। আল্লাহ পাক আমাদেরকে তাওফিক দান করুন। আমীন!

-----o-----

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

নামাযের পর দো'আ

পাঠক ভাইয়েরা! বর্তমানে একশ্রেণীর লোক বের হয়েছে যারা যে কোন দো'আর বিপক্ষে; তাদের মতে দো'আ বলতে কিছুই নাই, দো'আতে দু'হাত তোলা যাবে না। এমন কি তারা নামাযের পরে দো'আ করাকে ঘৃণ্যভাবে দেখেন। কাজেই তাদের এই কুসংস্কার থেকে সরলমনা মুসলমানগণকে জাগ্রত করাই কাম্য। তাই নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা প্রমাণাদীসহ পেশ করলাম।

আল কুরআনের আলোকে দো'আ

১। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন ঃ

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ.

অর্থ ঃ তৎক্ষণাত সেথায় যাকারিয়া আলাইহিস সালাম তাঁর রবের নিকট দো'আ করলেন। (সূরাঃ আলে ইমরান, আয়াতঃ ৩৮)।

হযরত মরিয়ম আলাইহাস সালাম এর লালন পালনের দায়িত্বে ছিলেন হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালাম। একদা তিনি তার কক্ষে অসময়ের ফল দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ এগুলো কোথা থেকে? হযরত মরিয়ম আলাইহাস সালাম বললেন ঃ এগুলো আল্লাহ দিয়েছেন আর তিনি দেয়ার জন্য মৌসুম প্রয়োজন হয় না। এমতাবস্থায় ঐ মেহরাবেই তিনি মহান আল্লাহ তা'আলার দরবারে দো'আ করেন, যেন তাকে একটি পুত্র সন্তান দান করা হয়। এখানে হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালাম আল্লাহর নিকট ছেলে সন্তান চেয়ে দো'আ করেন।

২। কুরআনুল কারীমে রয়েছে ঃ

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

অর্থ ঃ হে আমাদের রব! আমাদের থেকে আপনি এই খেদমত কবুল করুন; নিশ্চয় আপনি আমাদের দো'আ শুনেন এবং পূর্ণ অবগত আছেন। (সূরাঃ বাকারা, আয়াতঃ ১২৭)।

হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম যখন কাবা ঘর নির্মাণ সমাপ্ত করেন তখন এই দো'আ করেন।

৩। আল কুরআনে আরো আছে ঃ

رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَ اِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَ تَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ.

অর্থ ঃ হে আমাদের রব! আমরা আমাদের নফসের উপর অন্যায় করেছি; যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন ও রহমত না করেন তাহলে আমরা ক্ষতি গ্রস্থদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। (সূরাঃ আরাফ, আয়াতঃ ২৩)।

হযরত বাবা আদম আলাইহিস সালাম বেহেশত থেকে বের হয়ে মহান রব্বুল আলামীনের দরবারে এই দো'আ করেন।

৪। আল কুরআনে আরো বর্ণিত আছে ঃ

اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّ خُفْيَةً.

অর্থ ঃ তোমরা তোমাদের প্রভুর নিকট অত্যন্ত নম্রতা সহকারে ও গোপনীয়ভাবে দো'আ কর। (সূরাঃ আরাফ, আয়াতঃ ৫৫)।

দেখুন মহান আল্লাহ পাক তার বান্দাকে নিজেই দো'আর আদব শিক্ষা দিয়েছেন।

৫। আল কুরআনে বর্ণিত আছে ঃ

فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ.

অর্থ ঃ যখন (নামায থেকে) অবসর হবে, তখনই তোমরা (দো'আয়) লিপ্ত হয়ে যাবে। (সূরাঃ ইনশিরাহ, আয়াতঃ ৭)।

প্রত্যেক নামাযের পর দো'আ কবুল হয়। এ মর্মে আল্লাহ পাক অত্র আয়াতে এরূপ ইরশাদ করেন, যার ব্যাখ্যা তাফসীরে জালালাইন শরীফে যথাযথভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

৬। আল কুরআনে আরো আছে ঃ

اُدْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ.

অর্থ ঃ তোমরা আমার নিকট দো'আ ও প্রার্থনা কর, আমি তোমাদের সকল দো'আ কবুল করব। (সূরাঃ মুমিনূন, আয়াতঃ ৬০)।

এখানে সময় ও স্থানের কথা উল্লেখ করা হয় নাই। তাই শুভ কাজের প্রারম্ভে, সমাপ্তিতে, আহার-পানাহার কালে ও পরে, ইফতারের সময়, ফরজ নামাযের পরসহ আরো বহু স্থানে দো'আ আছে। এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করলাম।

পাঠক ভাইয়েরা বর্ণিত ৬ টি আয়াতে কারীমা দ্বারা দো'আ প্রামণিত। যারা বলে বেড়ান দো'আ কুরআনে নেই, তারা যেন প্রক্ষান্তরে কুরআনকে অমান্য করে।

আল হাদীসের আলোকে দো'আ

১। বোখারী শরীফের ৯৩৮ পৃষ্ঠায় দো'আয় হাত উঠানো প্রসঙ্গে আছে ঃ

قَالَ اَبُوْ مُوْسى رَضِىَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ دَعَا النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ وَ رَاَيْتُ بَيَاضَ اِبْطَيْهِ.

অর্থ ঃ হযরত আবু মুসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দো'আ করতে গিয়ে দাস্ত (হস্ত) মোবারক এই পর্যন্ত উঠাতেন যে, আমরা তাঁর বগলের সাদা অংশ টুকু দেখতে পেতাম।

২। বোখারী শরীফের ৯৩৮ পৃষ্ঠায় দো'আয় হাত উঠানো যায় মর্মে হাদীসে উল্লেখ আছে ঃ

قَالَ اِبْنُ عُمَر رَضِىَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ رَفَعَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ اللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَبْرَءُ اِلَيْكَ.

অর্থ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দো'আয় দুই হাত মোবারক উঠাতেন এবং বলতেন ঃ হে আল্লাহ নিশ্চয় আমি সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে আপনার কাছে ফিরে এলাম।

৩। সহীহ বোখারী শরীফে আরো উল্লেখ রয়েছে ঃ

عَنْ اَنَس رَضِىَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّى رَاَيْتُ بِيَاضَ اِبْطَيْهِ.

অর্থ ঃ হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দো'আয় হাত মোবারক উঠাতেন; এমনকি হাত তোলার কারণে তাঁর বগলের ধবধবে সাদা পর্যন্ত দেখেছি।

৪। বোখারী শরীফের ৯৩৭ পৃষ্ঠায় আছে ঃ

بَابُ الدُّعَاءِ بَعْدَ الصَّلٰوةِ.

অর্থ ঃ নামাযের পর দো'আ অধ্যায়।

দেখুন শিরোণামেই দেখা যায় নামাযের পরই দো'আ আছে। শুধুমাত্র বোখারী শরীফ যাদের দলীল তারা এখন কি জবাব দিবেন?

৫। তিরমিযী শরীফের ২য় খণ্ড, ১৭৫ পৃষ্ঠায় রয়েছে ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ لَيْسَ شَىْءٌ اَكْرَمَ عَلَى اللهِ مِنَ الدُّعَاءِ.

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয় হলো দো'আ।

অর্থাৎ বান্দা তাঁর নিকট দো'আ করলে তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট ও খুশি হন।

৬। তিরমিযী শরীফ আরো উল্লেখ রয়েছে ঃ

عَنْ اَنَس رَضِىَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَاتِ.

অর্থ ঃ হযরত আনাস বিন মালেক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, সকল ইবাদতের মূল হচ্ছে দো'আ।

এখানে দো'আকে ইবাদাতের মূল বলা হয়েছে। তাই দো'আও এক প্রকার ইবাদাত বলে প্রতীয়মান হলো।

৭। সহীহ তিরমিযী শরীফে আরো রয়েছে ঃ

بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الاَكْلِ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنْ اَطْعَمَ اللهُ طَعَامًا فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَ اَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ

অর্থ ঃ আহার কালে দো'আ পড়া অধ্যায় ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যাকে আল্লাহ পাক আহার করায়, সে যেন এই দো'আ পড়ে আহার করে ঃ হে আল্লাহ! আমাদের খাদ্যে বরকত দিন এবং এর চেয়ে ভাল খাবার আমাদের নসিব করুন।

দেখুন আহারের প্রারম্ভে দো'আ আছে। যা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত। সালাফীরা বলে বেড়ান পানাহারের আগে পরে দো'আ নেই, এখন তাদের কথা মান্য করব? না কি রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীস শরীফ মান্য করব ?

৮। তিরমিযী শরীফের بَابُ الدُّعَاءِ اِذَا فَرَغَ مِنَ الطَّعَامِ বা 'আহারের পর দো'আ পড়া অধ্যায়' রয়েছে ঃ

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رَضِىَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ قَالَ اِذَا رُفِعَتِ الْمَائِدَةُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ يَقُوْلُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ.

অর্থ ঃ আহারের পর দো'আ পড়া অধ্যায় ঃ হযরত আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সম্মুখ থেকে যখন দস্তরখান তুলে নেয়ার সময় হতো তখন তিনি এই দো'আ পড়তেন, "সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আরো বরকত পুতঃপবিত্র প্রশংসা তার জন্য করছি"।

দেখুন ভাইয়েরা! খাওয়ার আগে ও পরে কত বরকতময় দো'আ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উম্মতকে শিক্ষা দিয়েছেন। আর নব্য সালাফীরা কোন দো'আই খুজে পান না। তাই বলতে হয় তাদের কপাল মন্দ; সুতরাং তারা চোখ থাকতেও অন্ধ।

৯। আবু দাউদ শরীফে রয়েছে ঃ

عَنْ سَلْمَان رَضِىَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَنَّ رَبَّكُمْ كَرِيْمٌ حَتَّى يَسْتَحْيِىْ مِنْ عِبَادِه اَنْ يَرْفَعَ يَدَيْهِ فَيَرُدَّهُمَا مُصْفَرًا.

অর্থ ঃ হযরত ছালমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, নিশ্চয় আমাদের রব দয়ালু অত্যন্ত সম্ভ্রমশীল, যখন কোন বান্দা তার নিকট হাত উঠায় উক্ত হাত খালি ফিরিয়ে দিতে তিনি লজ্জাবোধ করেন।

১০। আবু দাউদ শরীফে আরো রয়েছে ঃ

عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِىَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِذَا دَعَوْتَ اللهَ فَادْعُوْا الخ .....

অর্থ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন তুমি আল্লাহর নিকট দো'আ কর তখন দুই হাতের হাতলী (তালু) বিছিয়ে (প্রসারিত করে) তার কাছে যা চাওয়ার তা চাও।

১১। তাফসীরে রুহুল বয়ান, ৮ম খণ্ড, ২৭৩ পৃষ্ঠায় আছেঃ

عُرِفَ عَنِ الْمَسْحِ الْيَدَيْنِ عَلَى الْوَجْهِ عَقِيْبَ الدُّعَاءِ سُنَّةٌ وَ هُوَ الْاَصَحُّ.

অর্থ ঃ সুস্পষ্ট বুঝা গেল যে দুই হাত মুখ মন্ডলে মাছেহ (মর্দন) করা সর্বদা দো'আর পরে সুন্নাত; এই মতই বিশুদ্ধতম। বুঝা গেল দো'আ আছে এবং দো'আর পরে মুখে হাত মোছাও প্রমাণিত হলো।

১২। তিরমিযী শরীফের ১৬৩ পৃষ্ঠায় আছে ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ اِذَا دَعَا اَحَدُكُمْ اِلَى الطَّعَامِ فَلْيَجِبْ فَاِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ يَعْنِى الدُّعَاءَ.

অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যদি কাউকে পানাহারের দাওয়াত দেয়া হয় তখন সে দাওয়াত কবুল করবে। যদি সে

রোজাদার হয় তবে দো'আ করবে অর্থাৎ আহলে তাআম (মেজবান) এর জন্য বরকত ও মাগফিরাতের দো'আ করবে।

এর দ্বারা ইফতারের পূর্বে দো'আ করার প্রমাণ পাওয়া যায়। সারা দিনভর রোজা রেখে আল্লাহর হুকুম পালন করে তা কবুলের জন্য দো'আ করে ইফতার করা কতইনা উত্তম। তাই ইফতারের পূর্বে দো'আ করে ইফতার করলে গোনাহ মাফ হবে ও আল্লাহর মাহবুব বান্দা হওয়ার পথ সহজ হবে।

১৩। তাফসীরে রুহুল বয়ানে আরো আছে যে, দো'আয় হাত উঠানো মোস্তাহাব এবং হাত সিনা বরাবর উঠাবে।

১৪। রুহুল বয়ানে হযরত কাতাদা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও দাহহাক রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, যখন নামায থেকে ফারেগ (অবসর) হবে তখন দো'আ করবে।

পাঠক ভাইয়েরা! আল কুরআনের মাধ্যমে সমাপ্তি টানতে চাই- আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেঃ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ. অর্থাৎ যখনই আমার কোন বান্দা আমাকে ডাকে, আমি তখনি তার ডাকে সাড়া দেই। (সূরাঃ বাকারা, আয়াতঃ ১৮৬)। এখানে দো'আ বা আল্লাহর কাছে কোন কিছু চাওয়ার নির্দিষ্ট সময়ের কথা বলা হয় নাই; বরঞ্চ সর্বদা তার নিকট দো'আ করা যেতে পারে বুঝা যাচ্ছে।

দো'আতে হাত উঠানো বোখারী শরীফ দ্বারা সাবিত (প্রমাণিত) হলো; এবং আয়াতে কারীমা দ্বারা দো'আর বৈধতাও প্রামাণ হলো। এখন তারা কোথায় যাবেন? কি করবেন? পক্ষান্তরে তারা নিজের ইচ্ছা মত হলেই কুরআন মান্য করেন এবং বোখারী শরীফও নিজেদের ইচ্ছা মত হলে মেনে নেন। তা না হলে কিছুই মান্য করে না।

কাজেই যা কুরআন সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত ও যুগ যুগ ধরে চলে আসছে তার বিপরীতে কেহ কোন কথা বুঝাতে চাইলে অবশ্যই মনে করতে হবে এতে 'কিন্তু' রয়েছে। এদের উদ্দেশ্য মৌলিকভাবে ইসলাম প্রচার করা নয়; বরঞ্চ তাদের নিজস্ব মতবাদ প্রচার করাই তাদের লক্ষ্য।

-----o-----

সালাফী না খালাফী?

নবী করীম সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার শতাব্দী হলো শ্রেষ্ঠ যুগ, অত:পর এর সাথের শতাব্দী, তারপর তার সাথের শতাব্দী। এ হাদীস শরীফ থেকে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, নবীজির শতাব্দী হলো সাহাবয়ে কেরামের যুগ, তার পরের শতাব্দী হলো তাবেয়ীগণের যুগ, এর পরের শতাব্দী হলো তাবে-তাবেয়ীগণের যুগ।

আমরা আরো জানি খায়রুল কুরূন বা শ্রেষ্ঠ যুগ আমাদের জন্য অনুকরণীয়। এই তিন শতাব্দীর লোকদেরকে একত্রে সালাফ বা সালফে সালেহীন বলা হয় এবং এর পরবর্তীগণকে খালাফ (পরবর্তী) নামে অভিহিত করা হয়। সালাফের মধ্যে ৪ মাযহাবের ইমামগণও অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। সময়ের দিক থেকে এঁরা অগ্রগামী বিদায় এঁদেরকে মুতাকাদ্দিমীন (পূর্বসুরী) বলা এবং এদের পরের লোকদের মুতাআখখিরীন (উত্তরসূরী) বলা হয়। যারা সালাফ বা সালফে সালেহীনদের অনুসারী তাদের সালাফী বলা হয়।

তথাকথিত আহলে হাদীসগণ নিজেদেরকে সালাফী দাবী করেন; কিন্তু তারা সালাফ বা সালফে সালেহীন তথা ৪ ইমামকে মানেন না, বরং তারা মানেন ইবনে তাইমিয়া, ইবনে কাইয়িম ও নাছীরুদ্দীন আলবানী কে, এদের কেউই সালাফ নন, এরা হলেন খালাফ (পরবর্তী যুগের)। সুতরাং এদের অনুসারী হলে সালাফী হওয়া যাবে না; এদের প্রকৃত নাম হওয়া উচিৎ "খালাফী"। পক্ষান্তরে আমরা যারা ৪ মাযহাবের ইমামগণ তথা সালফে সালেহীনদের অনুসারী তারাই প্রকৃত সালাফী নামে আখ্যায়িত হওয়ার যোগ্য।

আরো উল্লেখ থাকে যে, উক্ত লা-মাযহাবীদেরকে 'সালাফী' বলার যেমন কোন যথার্ততা নেই, তেমনি তারা যেহেতু 'খালাফ' বা পরবর্তীদের মধ্যে যাদের অনুসরণ করে তারাও ভ্রান্ত, সেহেতু তারাও তাদের অনুসারীরা হবে 'না-খালাফ' (অথর্ব উত্তরসূরী)। আল্লাহ্ তা'আলা মুসলিম সমাজকে এসব গোমরাহ্ বা পথভ্রষ্টদের থেকে রক্ষা করুন। আ-মী-ন।

আপনারাই ফায়সালা করুন!

পাঠক ভাইয়েরা! আমরা এমন একটি কঠিন সময় পার করছি, যখন ইসলামকে প্রশ্নবিদ্ধ ও সমূহ ক্ষতি সাধন করছে কয়েকটি গ্রুফ/দল, একদিকে কাফির, মুশরিক, নাস্তিক তথা বেইমানের দল। তারা দুনিয়ার সকল কিছু নিয়ন্ত্রন করছে, রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি, সভ্যতা ইত্যাদি। বিশেষত: আমেরিকা, ইযরায়েল ও পশ্চিমা দেশসমূহ উল্লেখযোগ্য। অন্যদিকে কালিমা পাঠ করে, আল্লাহর বান্দা ও নবীজীর উম্মত দাবি করে আরো কয়েকটি গ্রুফ/দল ইসলামের সমূহ ক্ষতি করছে। এটা অনেকটা মুনাফিকের মত। একথা দিবালোকের ন্যায় উজ্জল যে, মুনাফিকরা ইসলামের যে ক্ষতি করেছে, কাফিররাও তত ক্ষতি করার সাহস পায়নি। তাইতো এ কারণেই কাফির থেকে মুনাফিকদের বড় দুশমন বলা হয়েছে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য: আহমদিয়া মুসলিম জামাত তথা কাদিয়ানী সম্পদায়, শিয়া সম্পদায়, ওহাবী সম্পদায়, ভণ্ডপীর (যারা তরীকতের নাম ব্যবহার করে ইসলাম বিরোধী কাজ করে।) ও লা-মাযহাবী/সালাফী/আহলে হাদীস সম্পদায়। আজকের দিনে ইসলামকে এই লা-মাযহাবী/সালাফী/আহলে হাদীস সম্পদায়ের লোকেরা বেশি ক্ষতি করছে।

গত ৫-৭ বছর থেকে একটি নির্দিষ্ট মতাদর্শকে সামনে নিয়ে তথাকথিত আহলে হাদীসরা ইসলামের বিভিন্ন শরয়ী বিধিমালা-নিয়মকানুণকে আবার নতুনভাবে বিয়োজন-সংয়োজন করে নতুনভাবে প্রনয়ণ করে উপস্থাপন করছে। তারা প্রথমে বিভিন্ন টিভি চ্যানেল, ইন্টারনেট, ওয়েব সাইট, ফেইজবুক, ইউটিউবসহ সামাজিক নানাহ মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে, পরবর্তীতে মসজিদ, মাদরাসা, লেখা-লেখি করার মাধ্যমে তারা প্রতিষ্ঠা লাভের চেষ্টা করছে। তাদের আকিদা ও আমল নিচে তোলে ধরলাম:

তারা বিশ্বাস করে: আল্লাহর আকার আছে, আল্লাহ মিথ্যা বলতে পারে, কেবল "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" ইসলামের কালেমা, প্রিয় নবীজী মাটির তৈরি, নবীজী আমাদের মত, নবীজী হায়াতুন্নবী নয়, নবীজীর পিতা-মাতা জাহান্নামী, নবীজীর নাতি ইমাম হোসাইন ভুল করেছে, ইয়াজিদ ভালো

ছিলো, (নাউযুবিল্লাহ)। তাদের এ বিশ্বাস আহলে সুন্নাতে ওয়াল জামা'আতের বিপরীত।

তারা আরো বলে: শবে বরা'আত বিদ'আত, মিলাদ-কিয়াম বিদ'আত, ইসালে সাওয়াব বিদ'আত, কবর জিয়ারত বিদ'আত, ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পালন বা অনুষ্ঠান বিদ'আত, নবীজীর মিরাজ স্বপ্নের মাধ্যমে হয়েছে, মাযহাব মানা যাবে না, জানাজার নামাযের পর দো'আ করা যাবে না, হাত তোলে/হাত উঠায়ে দো'আ করা যাবে না, পীর-মুরিদ শিরক, অলি-আওলিয়া বলতে কিছু নেই, তারাবীহ নামায আট রাক'আত, নামাযে সূরা ফাতিহার পর 'আ-মী-ন' উচ্চস্বরে বলতে হবে, আযান ও ইকামাতের শব্দাবলী দুই রকম হবে, কদমবুছি করা যাবে না, ইমামের পেছনে 'সূরা-ফাতিহা' পড়তে হবে, রফউল ইয়াদাঈন বা নামাযে বারবার হাত উঠাতে হবে, মাগরিবের আযানের পর দুই রাক'আত নফল নামায পড়তে হবে, বিতির নামায এক রাক'আত, নামাযের পর দো'আ করা বিদ'আত, পাগড়ী পড়া বিদ'আত, টুপি পড়া/ব্যবহার বিদ'আত ইত্যাদি ইত্যাদি।

বিশেষভাবে তথাকথিত সালাফীরা মাযহাব ও ইমামদের বিরুদ্ধে নানা মিথ্যা কথা বলে বেড়ায়। তারা হানাফী মাযহাব ও ইমাম-ই আযম হযরত আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহিকে অকাট্য ভাষায় গাল-মন্দ করে। আমরা ইমাম বোখারী রহমাতুল্লাহি আলাইহিকে মান্য করি ও ভালো জানি।

ইমাম-ই আযম হযরত আবু হানীফা ৮০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন, তিনি "তাবেয়ী" ছিলেন, সর্বমোট ১৭জন নবীজীর সাহাবীর সাথে সাক্ষাত লাভে তিনি ধন্য হন। ইমাম বোখারী ১৯৪ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন, ইমাম বোখারীর দাদা উস্তাদ হলেন ইমাম-ই আযম হযরত আবু হানীফা। ইমাম বোখারী তাঁর সহীহ বোখারী শরীফে ইমাম-ই আযম হযরত আবু হানীফা এর সনদে/মাধ্যমে/নাম ব্যবহার করে অনেক হাদীস বর্ণনাও করেন। আর ইমাম আযম যিনি নবীজীর এরশাদ অনুযায়ী "খায়রুল কুরূন বা শ্রেষ্ঠ যুগ" এর সোনার মানুষ। এখন বলুন- আমরা আযম হযরত আবু হানীফা কে মান্য করলে কি অপরাধী হবো?

প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক উম্মতে মুহম্মদীর জন্যে প্রত্যেক হিজরী শতকের শুরুতে একজন ব্যক্তিকে প্রেরণ করবেন, যিনি দ্বীন (ইসলাম) কে পুনর্জীবন দান করবেন"। (আবূ দাউদ, কিতাব:৩৭ 'কিতাব আল-মালাহিম', হাদীস নম্বর ৪২৭৮; মিশকাত; দাইলামী, মুসতাদক হাকীমসহ অন্যান্য কিতাব)

যিনি দ্বীনকে পুনর্জীবন দান করবেন, তাকে মুজাদ্দিদ বা সমাজ সংস্কারক বলা হয়। মুজাদ্দিগণের মধ্যে হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযিয এর পর থেকে ইমাম গাজ্জালী, বড়পীর আব্দুল কাদির জিলানী, ফখরুদ্দীন রাযি, গরীব নেওয়াজ খাজা মইনুদ্দীন চিশতী, ইবনে হাজার আসকালানী, জালালুদ্দীন সূয়ুতী, মুজাদ্দিদ ই আলফে সানি আহমেদ সিরহিন্দি, আবুল আযিয মুহাদ্দেসে দেহলভী (রহমাতুল্লাহি আলাইহিম) সহ সকল মুজাদ্দিদ বা সমাজ সংস্কারক মাযহাবী ছিলেন, সুখের বিষয় হলো অধিকাংশ "হানাফী অনুসারী" ছিলেন।

এবার বলুন- আমরা যারা হানাফী মাযহাবের অনুসারী তারা সঠিক দল নয় কি? উপরের মহান ব্যক্তিদের আপনি কিভাবে মূল্যায়ণ করবেন?

দেখুন ভাইয়েরা! পাকভারত উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেম-উলামা, পীর-মাশায়েখ যারা ছিলেন, যেমনঃ শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি, শাহ আবদুল আজিজ দেহলবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি, শাহ আবদুর রহীম দেহলবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি, শাহ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি, কাজী ছানাউল্লাহ পানিপথী রহমাতুল্লাহি আলাইহি, মোল্লা জিয়োন রহমাতুল্লাহি আলাইহি, খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী রহমাতুল্লাহি আলাইহি, হযরত নিজাম উদ্দিন আউলিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহি, হযরত শাহজালাল রহমাতুল্লাহি আলাইহি, হযরত শাহপরাণ রহমাতুল্লাহি আলাইহি, ইমাম আহমদ রেজা খান বেরলবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি সহ সকলেই মাযহাবের অনুসারী ছিলেন।

উল্লেখিত ইসলামী পণ্ডিতদের কিভাবে আপনি দেখবেন?

সম্মানিত পাঠকসমাজ! আপনি যখন মাছ বাজারে যান, বাজারে গিয়েই মাছ ক্রয় করেন না, বরং ভালো-মন্দ যাচাই করেন, দেখে-শুনে ও দর কষাকষি করে ক্রয় করেন। তাই সব আলেমদের আলোচনা-কথা মান্য করা যাবে না, যাচাই বাছাই করে নিতে হবে। যারা আসল তথা খাটি আলেম/ব্যক্তি তাদের আলামত হলোঃ তারা নবীজীর শান-মান শুনলে আনন্দিত হবে, ইমাম হোসাইনের কথা বললে মুহাব্বত প্রকাশ করবে।

হযরত শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তার লিখিত 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা' নামক কিতাবে উল্লেখ করেনঃ

إِعْلَمْ أَنَّ الأَخْذَ بِهٰذِهِ المَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ فِيْهِ مُصْلِحَةٌ عَظِيْمَةٌ وَ الاعْرَاضُ عَنْهَا مُفْسِدَةٌ عَظِيْمَةٌ.

অর্থ ঃ জেনে রাখ! নিশ্চয় এই মাযহাব চতুষ্টয় (চার মাযহাব) মান্য করার মধ্যে অনেক মঙ্গল নিহিত আছে; আর এর থেকে ফিরে যাওয়ায় চরম বিপর্যয় ডেকে আনবে।

ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী যুগবরেণ্য মুহাদ্দিস হয়েও তিনি হানাফী মাযহাব অনুসরণ করতেন।

পাঠক ভাইয়েরা! তাঁরা যদি মাযহাব মেনে আল্লাহ ও রাসূলকে পেয়ে চির স্মরণীয় হয়ে থাকেন, তাহলে আমরা নব্য সালাফী জামাতের ফাঁদে পড়ার প্রয়োজন আছে কি? কাজেই উল্লেখিত ওলি-আউলিয়াগণের পথে আল্লাহ পাক আমাদেরকে থাকার তাওফীক দান করুন, আমীন!

-----o-----

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

বিশুদ্ধ আক্বিদা ও আমলের বাণী সবার কাছে পৌঁছে দিতে
টি.আর.পি.সি'র বই পড়ুন এবং অন্যকে উপহার দিন..

আমাদের প্রকাশিত ইসলামী বই

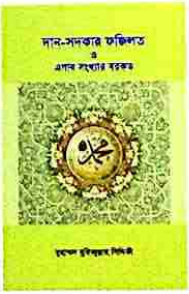

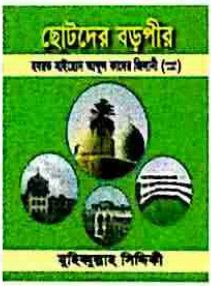

আমাদের প্রকাশিতব্য গ্রন্থসমূহ:

মুরাদুল আশেকীন - আল্লামা অধ্যক্ষ আবু বকর সিদ্দিক
তোহফাতুল মুসলেমীন - আল্লামা অধ্যক্ষ আবু বকর সিদ্দিক
ছোটদের ইসলাম পরিচিতি - মুহাম্মদ মুহিব্বুল্লাহ সিদ্দিকী
ছোটদের ইমাম আযম - মুহাম্মদ মুহিব্বুল্লাহ সিদ্দিকী

পরিবেশনায়

তৈয়্যেবিয়া রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন সেন্টার (টি.আর.পি.সি)
স্থাপিত: ২০১১, মধ্যপাইকপাড়া, মিরপুর-১, ঢাকা। ফোন : ০১৯১৩ ০৬৫৮৬৬
E-mail: trpcbd@gmail.com, www.facebook/trpcBd
Website: www.trpcbd.blogspot.com